Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবাদের দাওয়াত কেমন ছিল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া রুকাইয়া

রোলঃ 23090120821

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবাদের দাওয়াত কেমন ছিল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মারিয়া রুকাইয়া
রোলঃ 23090120821

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ সাহাবাদের দাওয়াত কেমন ছিল ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মারিয়া রুকাইয়া, আইডিঃ 23090120821 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবাদের দাওয়াত কেমন ছিল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মারিয়া রুকাইয়া

আইডিঃ 23090120821

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

অধ্যায় ২: সাহাবাদের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য 8

অধ্যায় ৩: সাহাবাদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য 10

অধ্যায় ৪: দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের ব্যক্তিগত উদাহরণ 12

অধ্যায় ৫: সাহাবাদের জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াত 15

অধ্যায় ৬ : সাহাবাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রসমূহ 18

অধ্যায় ৭ : সাহাবাদের দাওয়াতী সংগ্রাম ও কষ্ট 20

অধ্যায় ৮: দাওয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য ও নিয়ত 24

অধ্যায় ৯ : দাওয়াহর ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহাবাদের ভূমিকা 27

অধ্যায় ১০ : মহিলা সাহাবিদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে ভূমিকা 48

অধ্যায় ১১: সাহাবাদের দাওয়াতের মূল পদ্ধতি 57

অধ্যায় ১২: সাহাবাদের দাওয়াত পদ্ধতি থেকে বর্তমান যুগের শিক্ষা এবং গুরুত্ব 60

উপসংহার 66

ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم ِ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি মানুষকে সত্য ও হিদায়াতের পথে পরিচালিত করেন।

অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজে আল্লাহর তাওহিদের আলো পৌঁছে দিয়েছেন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনার শিক্ষা দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবারা এই দাওয়াতি দায়িত্ব পালনের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তাঁদের জীবনের সংগ্রাম, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থতা আমাদের জন্য প্রেরণার উৎস।

ইসলামের মৌলিক ফরয সমূহের মধ্যে একটি হলো দাওয়াত। এর অগনিত ফযিলত রয়েছে।

দাওয়াহ/দাওয়াত অর্থ আহ্বান করা—সৎকাজে আহ্বান ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার ডাক।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এরশাদ করেছেন-

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হলো সফলকাম।

সূরা - আল ইমরান, আয়াতঃ ১০৪

এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আদায়ে যদি উদাসীনতা বৃদ্ধি পায় তাহলে অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা ব্যাপক হয়ে যাবে। দুনিয়া ফেতনা ফাসাদে সয়লাভ হয়ে যাবে।আর মানুষ ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়ে যাবে।

আল্লাহ যাঁদেরকে তাঁর প্রিয়নবীর সাহচর্যের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, রাসূল যাঁদেরকে মনের মাধুরী দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আপামর মানব গোষ্ঠির হিদায়াতের জন্য তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন, যাঁদেরকে বিশ্ব নেতৃত্বের জন্য বিনির্মাণ করেছেন, যাঁদের বেশ কয়েকজন পৃথিবীতেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন আর সবাই পেয়েছেন আল্লাহর সন্তুষ্টির মহাবাণী,

তারপর যাঁদেরকে রাসূল (স.) স্বীয় কণ্ঠে দিশেহারা মানবতার জন্য হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল তারকা রূপে অভিহিত করেছেন তাঁরাই হলেন সাহাবায়ে কেরাম।
রাসূলের পর এ উম্মতের মাঝে তাঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

তাই তাঁদের জীবনালেখ্য আমাদের জীবন পাথেয়। তাঁদের আলোচনা আমাদের হিদায়াত। তাঁদের অনুসরণ আমাদের চিরমুক্তির প্রতিশ্রুতি।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এরশাদ করেন –

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন আজ্ঞাবহ, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার? সূরা - ফুসসিলাত, আয়াতঃ৩৩

দাওয়াত শুধু ইমামুল আম্বিয়ার মিশন নয় বরং সকল নবীগণের মিশন। খতমে নবুয়াতের প্রেক্ষিতে নবীগণের মিশনকে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতে মুসলিমার উপর অর্পণ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই দাওয়াতের দায়িত্ব সাহাবাগণকে দান করেছেন।
তিনি বলেন - উপস্থিতরা যেনো অনুপিস্থতদের নিকট পৌছে দেয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য যে, সাহাবাগণ তারা তাদের সাধ্য ও সামর্থের গন্ডি পেরিয়ে পুরো দুনিয়ায় আল্লাহর এই দ্বীনের দাওয়াতকে পৌছানোর চেষ্টা করেছেন। তাই এখন আমাদেরও দায়ীত্ব আমরা আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রতিটা মানুষের কাছে পৌছাবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূত-পবিত্র জীবনাদর্শ অনুধাবনের একমাত্র মাধ্যম ও উহার প্রথম বাহক হইলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)। কারণ তাঁহারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে সরাসরি শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। নবুওতের সূর্যকিরণ সরাসরি তাদেরই উপর পড়িয়াছে। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) দের মুবারক জামাতকে আল্লাহ তায়ালা তাঁহার নবীর সাহচর্যের জন্য বাছাই করিয়াছেন। তাঁহারাই দ্বীন ইসলামের প্রথম

প্রচারক। আল্লাহ্ তায়ালা আপন কালামে পাকে তাঁহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন।

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।

সূরা তাওবাহ, আয়াতঃ ১০০

ইসলামের ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এমন এক মহৎ ও পবিত্র সমাজ, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সান্নিধ্যে থেকে দ্বীনের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করেন এবং সেই শিক্ষা পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছে দেওয়ার জন্য নিজেদের জান-মাল সবকিছু উৎসর্গ করেছেন।

তাঁদের দাওয়াতি জীবন ছিল কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক, আন্তরিকতা ও খালেস নিয়তের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সাহাবারা শুধু কথার দাওয়াত দেননি; বরং তারা আমলের মাধ্যমে, চরিত্রের মাধ্যমে, ত্যাগ ও ভালোবাসার মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য মানুষকে দেখিয়েছেন।

এই দাওয়াত ছিল শুধু ইসলাম গ্রহণের আহ্বান নয়; বরং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ, মানবতার মুক্তি, অন্যায় ও জুলুমের বিরোধিতা এবং সত্য ও ইনসাফের প্রতিষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ আহ্বান। তাঁদের দাওয়াত ছিল সহজ, সরল, যুক্তিপূর্ণ ও হৃদয়স্পর্শী — যা কেবল জিহ্বা দিয়ে নয়, বরং আত্মা ও জীবনের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিল।

সাহাবাদের দাওয়াত কেমন ছিল, তা জানলে আমাদের বর্তমান দাওয়াতি কাজেও অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশনা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

অধ্যায় ২: সাহাবাদের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য

সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত পবিত্র, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা — অর্থাৎ **তাওহিদের দাওয়াত** পৌঁছে দেওয়া। তাঁরা নবী করিম ﷺ-এর প্রকৃত উত্তরসূরি হিসেবে ইসলাম প্রচারের কাজ করেছিলেন।

২.১: আল্লাহর একত্ব (তাওহিদ) প্রচার

- সাহাবারা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরতেন যে, আল্লাহই একমাত্র উপাস্য, তাঁর সাথে কোনো অংশীদার নেই।

- মূর্তি, মিথ্যা দেবতা, কুসংস্কার—সব কিছু থেকে মানুষকে বিরত রাখতেন।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এরশাদ করেছেন-
ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।
— (সূরা আন-নাহল আয়াত:১২৫)

২.২: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বার্তা প্রচার করা

- নবী করিম ﷺ যে ইসলামি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সাহাবারা তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেন।

- তাঁরা নিজেরা সে জীবন যাপন করতেন এবং অন্যদেরকেও সে পথে আহ্বান করতেন।

২.৩: মানবতার কল্যাণ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা

- ইসলাম শুধু ইবাদতের ধর্ম নয়, এটি একটি ন্যায্য ও মানবিক জীবনব্যবস্থা।
- সাহাবারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন, দুঃখী-অসহায়দের পাশে থাকতেন, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতেন।

২.৪: দুনিয়ার নয়, আখিরাতের মুক্তি কামনা

- তাঁদের দাওয়াত ছিল আখিরাতমুখী — মানুষ যেন চিরস্থায়ী জীবনে মুক্তি লাভ করে, সেটিই ছিল তাঁদের লক্ষ্য।
- তাঁরা দুনিয়ার সম্মান, সম্পদ বা ক্ষমতার জন্য দাওয়াত দেননি।

অধ্যায় ৩: সাহাবাদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যগুলো ইসলামি ইতিহাসে অনন্য ও শিক্ষণীয়। তাঁদের দাওয়াত শুধু মুখের কথা ছিল না — বরং ছিল বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও ত্যাগের বাস্তব প্রকাশ।

৩.১: আল্লাহর সন্তুষ্টিই ছিল মূল লক্ষ্য

- সাহাবারা দাওয়াত দিতেন কোনো দুনিয়াবি লাভের জন্য নয়; তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

- তাঁরা দাওয়াতকে ইবাদত মনে করতেন এবং এর বিনিময়ে মানুষের প্রশংসা বা সম্পদ কামনা করতেন না।

وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۚ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ

আর হে আমার জাতি! আমি তো এজন্য তোমাদের কাছে কোন অর্থ চাই না; আমার পারিশ্রমিক তো আল্লাহর জিম্মায় রয়েছে। আমি কিন্তু ঈমানদারদের তাড়িয়ে দিতে পারি না। তারা অবশ্যই তাদের পালনকর্তার সাক্ষাত লাভ করবে। বরঞ্চ তোমাদেরই আমি অজ্ঞ সম্প্রদায় দেখছি।

— (সূরা হুদ আয়াত:২৯)

৩.২: আমলের মাধ্যমে দাওয়াত

- সাহাবারা কথার চেয়ে কাজের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতেন।

- তাঁদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, ধৈর্য, ত্যাগ ও ঈমানের দৃঢ়তা দেখে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করত।

যেমন: বাণিজ্যে তাঁদের সততা দেখে বহু অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

৩.৩: পূর্ণ আন্তরিকতা ও ত্যাগ

- দাওয়াতের জন্য তাঁরা জীবন, সম্পদ, সময়—সব কিছু উৎসর্গ করেছিলেন।

- কঠিন বিপদ, নির্যাতন, নির্বাসন, যুদ্ধ — কিছুই তাঁদের থামাতে পারেনি।

৩.৪: সহনশীলতা ও ধৈর্য

- দাওয়াতের পথে তাঁরা কখনো রাগ, অভিমান বা হিংস্র আচরণ করতেন না।

- অপমান, নির্যাতন, কষ্টের মুখেও তাঁরা ধৈর্য ও মাধুর্যপূর্ণ আচরণ বজায় রাখতেন।

নবী ﷺ ও সাহাবারা মক্কার কষ্টের সময়ও দোয়া করেছেন:
"হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করুন, তারা জানে না।"

সাহাবাদের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল — মানুষকে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা, রাসূল ﷺ-এর আনুগত্যে জীবন পরিচালনা করা, এবং সমাজে ন্যায়, শান্তি ও মানবতার আলো ছড়িয়ে দেওয়া।

অধ্যায় ৪: দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাহাবাদের ব্যক্তিগত উদাহরণ

সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) দাওয়াতের শক্তি মূলত তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র ও জীবনব্যবহার থেকেই প্রকাশ পেত।
তাঁদের জীবন ছিল কুরআন ও সুন্নাহর জীবন্ত প্রতিচ্ছবি — তাঁরা শুধু মুখে দাওয়াত দিতেন না, নিজেরাই ইসলামের বাস্তব উদাহরণ হয়ে উঠেছিলেন।

৪.১: মুস‘আব ইবন উমাইর (রা.) — ত্যাগ ও দাওয়াতের প্রতীক

- মক্কার বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পথে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করেন।
- রাসূল ﷺ তাঁকে প্রথম দাঈ হিসেবে মদীনায় পাঠান। তিনি নিজের নরম আচরণ, প্রজ্ঞা ও চরিত্রের মাধ্যমে বহু মানুষকে ইসলাম গ্রহণে প্রভাবিত করেন।
- উহুদ যুদ্ধে শহিদ হওয়ার সময় তাঁর কাফনের জন্য পূর্ণ কাপড়ও ছিল না।

“আমাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছে, যেমন মুস‘আব ইবন উমাইর, যিনি দুনিয়ায় কিছুই পাননি; তাঁর প্রতিদান আল্লাহর কাছেই রইল।”
সহীহ বুখারী, হাদীস: ৪০৪৭
শিক্ষা: দাওয়াত মানে ত্যাগ, আত্মনিবেদন ও চরিত্রের মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার।

৪.২: আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) — কুরআনের দাঈ ও নরম হৃদয়

- প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করে নির্যাতন সহ্য করেন।
- মানুষকে কুরআনের আলোতে আহ্বান করতেন — তাঁর কণ্ঠে এমন প্রভাব ছিল যে, শুনে হৃদয় নরম হয়ে যেত।

কুরআন যেমন সবুজ সতেজ অবতীর্ণ হয়েছে কেউ যদি তেমনিভাবে কুরআন পাঠ করে আনন্দিত হতে চায়, সে যেন ইবনে উম্মে আবদের ন্যায় কুরআন পাঠ করে। — রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

শিক্ষা: দাওয়াতের জন্য জ্ঞান, ধৈর্য ও কোমল আচরণ অপরিহার্য।

৪.৩: উমর ইবন খাত্তাব (রা.) — ন্যায়বিচার ও দৃঢ়তার দাওয়াত

- ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর দৃঢ়তা মুসলমানদের মনোবল দ্বিগুণ করে দেয়।
- দাওয়াতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সত্যবাদী, দৃঢ় ও ন্যায়পরায়ণ।
- তাঁর আমলে ইসলাম দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে প্রশাসনিক ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণের মাধ্যমে।

শিক্ষা: দাওয়াত মানে শুধু কথা নয় — ন্যায় ও নীতির প্রতিষ্ঠা।

৪.৪: আবু বকর (রা.) — দাওয়াতের কোমলতা ও উদারতা

- ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করেন।
- তাঁর মাধ্যমে উসমান ইবন আফফান (রা.), জুবাইর ইবন আওয়াম (রা.), তলহা (রা.) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন।
- তিনি নিজের সম্পদ ব্যয় করে দাসদের মুক্ত করেন, যেমন বিলাল (রা.)।

শিক্ষা: কোমল হৃদয়, দয়া, উদারতা ও আত্মত্যাগ দাওয়াতের শক্তিশালী হাতিয়ার।

৪.৫: বিলাল ইবন রাবাহ (রা.) — ঈমানের দৃঢ়তার প্রতীক

- দাওয়াতের প্রথম যুগে অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন।

- তবু তাঁর মুখ থেকে শুধু এই শব্দই বের হতো: “আহাদ! আহাদ!” (এক আল্লাহ, এক আল্লাহ!)

শিক্ষা: সত্যের পথে অটল থাকা—এটাই সবচেয়ে শক্তিশালী দাওয়াত।

৪.৬: সালমান আল-ফারসি (রা.) — অনুসন্ধান ও আন্তরিকতার দাওয়াত

- সত্য ধর্মের সন্ধানে এক দেশ থেকে অন্য দেশে গিয়েছেন।
- অবশেষে নবী ﷺ-এর দাওয়াতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোতে মানুষকে দাওয়াত দিতেন।

শিক্ষা: দাওয়াতের শক্তি আসে আন্তরিক অনুসন্ধান ও সত্যের প্রতি অটল আগ্রহ থেকে।

অধ্যায় ৫: সাহাবাদের জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াত

“সাহাবাদের জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াত” বলতে বোঝায়—তাঁরা ইসলাম প্রচারে শুধুমাত্র আবেগ বা বক্তব্যের উপর নির্ভর করতেন না, বরং কুরআন, সুন্নাহ ও প্রজ্ঞা (হিকমাহ)-এর উপর ভিত্তি করে মানুষকে আহ্বান করতেন।
তাঁদের দাওয়াত ছিল আলেমি, যুক্তিনির্ভর, প্রজ্ঞাপূর্ণ এবং আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ।

৫.১: কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক দাওয়াত

- সাহাবারা দাওয়াত দিতেন সরাসরি কুরআনের আয়াত ও নবী ﷺ-এর হাদীস থেকে শিক্ষা নিয়ে।

- তাঁরা নিজেদের মতামত চাপিয়ে দিতেন না, বরং বলতেন:
  “রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে এভাবে বলেছেন...”

- তাদের প্রতিটি দাওয়াতের মূল ছিল ‘قال الله’ (আল্লাহ বলেছেন) এবং ‘قال الرسول’ (রাসূল বলেছেন)

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

বলে দিনঃ এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।
— (সূরা ইউসুফ আয়াত:১০৮)

৫.২: হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ও জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ

- তাঁরা দাওয়াত দিতেন পরিস্থিতি অনুযায়ী — কঠোরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে, কোমল হৃদয়ের সঙ্গে মমতাপূর্ণভাবে।

- কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা যুক্তি, উদাহরণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মানুষকে বোঝাতেন।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এরশাদ করেছেন-

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।
— (সূরা আন-নাহল আয়াত:১২৫)

উদাহরণ:

- মুস‘আব ইবন উমাইর (রা.) মদীনায় ইসলাম প্রচারকালে সা'দ ইবন মুআয (রা.)-এর কাছে দাওয়াত দেন যুক্তি ও নম্রতায়। এতে তাঁর হৃদয় নরম হয়ে যায় এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

৫.৩: জ্ঞানের প্রচার ও শিক্ষা ব্যবস্থা

- সাহাবারা শুধু দাওয়াত দিতেন না, মানুষকে শিক্ষা দিতেন, যেন তারা নিজেরাও দাঈ হয়ে উঠতে পারে।

- তাঁরা মসজিদকে দাওয়াত ও শিক্ষার কেন্দ্র বানিয়েছিলেন।

- উমর (রা.), আলী (রা.), ইবন মাসউদ (রা.), আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা.) প্রমুখ ছিলেন মহান শিক্ষক।

- ইবন আব্বাস (রা.) "তরজুমানুল কুরআন" নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মানুষকে তাফসির, ফিকহ ও দাওয়াত শেখাতেন।

নবী ﷺ দোয়া করেছিলেন:
"হে আল্লাহ! তাকে কুরআনের গভীর জ্ঞান দাও।"
— (সহীহ বুখারী ৭৫)

৫.৪: যুক্তি ও প্রমাণ-নির্ভর দাওয়াত

- সাহাবারা শুধু আবেগ নয়, বুদ্ধি ও যুক্তির মাধ্যমে মানুষকে বোঝাতেন।

- তারা মুশরিক বা ইহুদি-খ্রিস্টানদের সঙ্গে আলোচনায় প্রমাণভিত্তিক যুক্তি ব্যবহার করতেন।

- তারা বলতেন, “তোমরা নিজেরা বিচার করো — কার উপাসনা যুক্তিসঙ্গত?”
 এতে মানুষ চিন্তা করতে শুরু করত।

৫.৫: বাস্তব জীবনের মাধ্যমে জ্ঞানের প্রকাশ

- সাহাবারা শুধু তত্ত্ব শেখাতেন না, তাঁরা নিজের জীবনে জ্ঞানকে বাস্তবায়ন করতেন।

- তাঁরা নিজেদের আচরণকে “জীবন্ত দাওয়াত” বানিয়ে তুলেছিলেন।

- তাদের বলা হতো:

 “তোমাদের মুখে আমরা ইসলাম শুনি, আর তোমাদের জীবনে তা দেখি।”

উদাহরণ:
উমর (রা.) ইসলামি রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন, কীভাবে জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ সমাজে শান্তি আনে।

৫.৬: দাওয়াতের জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেওয়ার বিশ্বমুখী মনোভাব

- সাহাবারা বিভিন্ন দেশে গিয়ে ইসলাম শেখাতেন ও প্রচার করতেন।

- যেমন:

    - আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) — কুফায়ে ইসলাম শিক্ষা দেন।

    - মু‘আয ইবন জাবাল (রা.) — ইয়েমেনে প্রেরিত হন ইসলাম শেখানোর জন্য।

    - আলী (রা.) — ন্যায় ও শরিয়তের শিক্ষা প্রচার করেন।

অধ্যায় ৬ : সাহাবাদের দাওয়াতের ক্ষেত্রসমূহ

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাতের পর সাহাবায়ে কেরাম ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব নিজেদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়েছিলেন। তাঁরা ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে—আকীদা, ইবাদত, নৈতিকতা, সমাজব্যবস্থা ও ন্যায়বিচারের বার্তা ছড়িয়ে।

৬.১: আকীদা ও তাওহীদের দাওয়াত

- সাহাবারা সর্বপ্রথম মানুষকে আল্লাহর একত্ব, নবুওয়াত ও আখিরাতের প্রতি ঈমানের দিকে আহ্বান করেছেন।

- মূর্তি, আগুন বা অন্য কোনো কিছুর উপাসনা পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহর ইবাদতে ডেকেছেন।

- উদাহরণ: হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.) ইয়েমেনে গিয়ে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দেন।

৬.২: ইবাদত ও শরিয়তের শিক্ষা

- তাঁরা সালাত, সওম, যাকাত, হজ ইত্যাদি ইবাদতের সঠিক রূপ শিক্ষা দিয়েছেন।

- স্থানীয় লোকদের ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি ও জীবনাচার শিখিয়েছেন।

৬.৩: নৈতিকতা ও চরিত্র গঠন

- সাহাবারা মুসলমানদের মধ্যে সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, ন্যায়বিচার, দয়া ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

- তাঁরা দেখিয়েছেন যে ইসলাম শুধু ইবাদত নয়, বরং নৈতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা।

৬.৪: সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা

- তাঁরা ইসলামী শাসনব্যবস্থা, ন্যায়বিচার, ও মানবাধিকারের দাওয়াত দিয়েছেন।

- হযরত উমর (রা.), আলী (রা.) প্রমুখ সাহাবারা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার মাধ্যমে বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

৬.৫: ভৌগোলিক দাওয়াত – বিভিন্ন দেশে ইসলামের প্রচার

সাহাবারা দাওয়াতের জন্য পৃথিবীর নানা প্রান্তে গেছেন:

সাহাবীর নাম	দাওয়াতের অঞ্চল / দেশ
হযরত আবু উবাইদাহ (রা.)	শাম (সিরিয়া, লেবানন অঞ্চল)
হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা.)	ইয়েমেন
হযরত আমর ইবনে আস (রা.)	মিশর
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)	বসরা ও পারস্য অঞ্চল
হযরত আলী (রা.)	কুফা (ইরাক)
হযরত উসমান (রা.)	হিজাজ ও পারস্য অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)	মক্কা-মদিনা ও তাফসিরের শিক্ষা
হযরত আবু মুসা আশআরি (রা.)	ইয়েমেন, বসরা

৬.৬: শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচার

- তাঁরা মাদরাসা ও হালকায়ে ইলম প্রতিষ্ঠা করেন, কুরআন ও হাদীস শিক্ষা দেন।
- ইলমের দাওয়াতের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মুজতাহিদ ও তাবেঈন তৈরি করেন।

৬.৭: আচরণ ও আদর্শের মাধ্যমে দাওয়াত

- সাহাবারা নিজেদের জীবন, সততা ও আচরণের মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন।
- তাঁদের চরিত্রই ছিল দাওয়াতের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম

>সাহাবাদের দাওয়াত ছিল সর্বব্যাপী — বিশ্বাস, ইবাদত, সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা ও নৈতিকতার প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলেই ইসলাম আরব উপদ্বীপ ছাড়িয়ে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।

অধ্যায় ৭ : সাহাবাদের দাওয়াতী সংগ্রাম ও কষ্ট

ইসলামের ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) হলেন সেই মহামানবগণ, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ লাভ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে দ্বীন শিখেছেন, এবং আল্লাহর বাণীকে মানুষের মাঝে পৌঁছে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তাঁদের দাওয়াতী সংগ্রাম ও কষ্ট মানবতার ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত।

৭.১: প্রারম্ভিক দাওয়াত ও নির্যাতনের সূচনা

ইসলামের প্রথম যুগে মক্কার সমাজ ছিল শিরক, মূর্তিপূজা, অন্যায় ও জুলুমে পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আল্লাহর একত্ব ও ন্যায়ের দাওয়াত শুরু করেন, তখন সাহাবারা চরম নির্যাতনের মুখে পড়েন।

- হযরত বিলাল (রাঃ) — একমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার কারণে উমাইয়া ইবনে খালাফ তাঁকে মরুভূমির তপ্ত বালিতে শুইয়ে, বুকে পাথর চাপিয়ে রাখতো। তিনি তবুও বলতেন, *"আহাদ! আহাদ!"* (এক আল্লাহ, এক আল্লাহ)।

- হযরত খব্বাব ইবনে আরত (রাঃ) — তাঁকে আগুনের ওপর শুইয়ে দেওয়া হতো, তাঁর পিঠের চামড়া পুড়ে যেত, তবুও তিনি ইসলাম ত্যাগ করেননি।

- হযরত আম্মার, ইয়াসির ও সুমাইয়া (রাঃ) — এই পরিবার ইসলামের প্রথম শহীদ পরিবার। সুমাইয়া (রাঃ) ইসলাম ত্যাগ না করায় আবু জাহল তাকে বর্শা বিদ্ধ করে শহীদ করে।

৭.২: হিজরতের কষ্ট

নির্যাতন চরমে পৌঁছালে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের নির্দেশ দেন। পরে তিনি নিজেও মদিনায় হিজরত করেন। সাহাবারা এ সময় পরিবার, সম্পদ, মাতৃভূমি— সবকিছু ত্যাগ করেছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।

সুহায়িব (রা.) কে মুশরিকরা মক্কা ছাড়তে দেয়নি। বলল:

"তুমি আমাদের কাছে ঘর-দরিদ্র অবস্থায় এসেছিলে, আর আজ এত সম্পদের মালিক! সব ছেড়ে দিয়ে যাবে?"

সুহায়িব (রা.) বললেন:

"আমার সব সম্পদ নিয়ে নাও, শুধু আমাকে যেতে দাও।"

তারা সম্পদ রেখে যেতে বাধ্য করল। তিনি সব ছেড়ে মদিনায় পৌঁছালেন।

রাসূল ﷺ তাঁকে দেখে বললেন—

"সুহায়িব সফল হয়েছে, সুহায়িব সফল হয়েছে!"

(رَبِحَ صُهَيْبٌ رَبِحَ صُهَيْب) □

শিক্ষাঃ **সম্পদ হারিয়েও ঈমান রক্ষার জন্য হিজরত।**

উম্মে সালামা (রা.) — পরিবার বিচ্ছিন্ন

তিনি ও তাঁর স্বামী আবু সালামা (রা.) ও শিশু সালামা হিজরতের জন্য বের হলে—

- বনি মাখযুম তাঁর স্ত্রীকে আটকে রাখে
- বনি আবদুল আসদ তাদের শিশুকে কেড়ে নেয়
- আবু সালামা একা মদিনা চলে যেতে বাধ্য হয়

উম্মে সালামা বলেন:

"আমি এক বছর প্রতিদিন সাবা পাহাড়ের ওপর বসে কাঁদতাম।"

শেষে পরিবারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাঁকে একা মরুভূমি পার হতে হয়।

শিক্ষাঃ **ইসলামের পথে পরিবার বিচ্ছিন্নতার দুঃসহ কষ্ট**

মুস'আব ইবন উমায়ের (রা.) — বিলাসী জীবন থেকে দারিদ্র্যের হিজরত

মক্কার সবচেয়ে বিলাসী, সুগন্ধি ব্যবহারকারী যুবক ছিলেন।

হিজরত ও ইসলাম গ্রহণের কারণে—

পরিবার তাঁকে ঘর থেকে বের করে দেয়

সম্পদ কেড়ে নেয়, কাপড় পর্যন্ত দিতে দ্বিধা করে। মদিনায় হিজরতের পর দেখা গেল তার

পোশাক ছেঁড়া—
রাসূল ﷺ তাকে দেখে কেঁদে ফেলেন।

শিক্ষাঃ **ইসলামের জন্য সব বিলাস ছেড়ে দেওয়া যুবক।**

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) — বালক বয়সে কাঁদতে কাঁদতে হিজরত
হিজরতের সময় তিনি বয়সে ছোট ছিলেন।
প্রথমে তাঁকে পাঠানো হয়নি। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন:
“আমি কেন যেতে পারবো না, আমি কি মুমিন নই?”
অবশেষে অল্প বয়সেই হিজরতের কষ্টসহ যাত্রা করেন।

শিক্ষাঃ **শিশু বয়সেও ঈমানের টান।**

৭.৩: মদিনায় দাওয়াত ও জিহাদ

মদিনায় এসে সাহাবারা ইসলামী সমাজ গঠনের কাজ শুরু করেন। এরপর তাঁদের উপর কঠিন দায়িত্ব আসে—

- ইসলাম রক্ষার জন্য যুদ্ধ (বদর, উহুদ, খন্দক ইত্যাদি)।

- নতুন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম প্রচার।

- মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা।

যুদ্ধগুলোতে তাঁদের কষ্ট ছিল অমানবিক—খাবার ছিল না, অস্ত্র সীমিত, কিন্তু ঈমান ছিল দৃঢ়।
বদরের যুদ্ধে তারা সংখ্যায় ছিল ৩১৩ জন, কিন্তু আল্লাহর সাহায্যে তারা বিজয় লাভ করেন।

৭.৪: বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত

রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর সাহাবারা পৃথিবীর চার প্রান্তে দাওয়াতের মিশন চালিয়ে যান।

- হযরত আবু বকর (রাঃ) রিদ্দা যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামকে অভ্যন্তরীণ শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেন।

- হযরত উমর (রাঃ) এর আমলে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে ইরাক, পারস্য, সিরিয়া, মিশর পর্যন্ত।

- হযরত উসমান (রাঃ) কুরআনের একক সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেন।

- হযরত আলী (রাঃ) দ্বীনের ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করেন।

এই সব কিছুই তাঁরা করেছেন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, নিজের জীবনের আরামের জন্য নয়।

৭.৫: তাদের ধৈর্য, ত্যাগ ও ঈমানের দৃষ্টান্ত

- ধৈর্য: তারা জানত, আল্লাহর পথে কষ্টই সফলতার সিঁড়ি।

- ত্যাগ: সম্পদ, পরিবার, জীবন—সব কিছু উৎসর্গ করেছেন।

- ঈমান: পৃথিবীর কোনো ভয় তাঁদেরকে দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারেনি।

৭.৬: দাওয়াতের শিক্ষা

সাহাবাদের দাওয়াতী জীবন থেকে আমরা শিখি—

- দাওয়াত মানে শুধু কথা নয়, ত্যাগ ও আমল।

- সত্যের পথে বাধা আসবেই—ধৈর্যই মূল চাবিকাঠি।

- আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবনের প্রতিটি অংশ উৎসর্গ করতে হয়।

সাহাবাদের দাওয়াতী সংগ্রাম ও কষ্ট কোনো সাধারণ ইতিহাস নয়—এটা ঈমানের সোনালী দৃষ্টান্ত।

অধ্যায় ৮: দাওয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য ও নিয়ত

৮.১: দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য: আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন

সাহাবারা বুঝতেন যে দাওয়াত হলো আল্লাহর দীনকে মানুষের মাঝে পৌঁছে দেওয়া এবং মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করা।

হযরত রিব'ই ইবনে আমির (রাঃ) পারস্যের রাজা রুস্তমের সামনে বলেছিলেন:
"আমরা এসেছি মানুষকে দাসের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে, দাসের মালিক আল্লাহর দাস বানাতে; পৃথিবীর জুলুম থেকে ইসলামের ন্যায়ের দিকে আহ্বান করতে।"
এই বাক্যই সাহাবাদের দাওয়াতের হৃদয়—আল্লাহর সন্তুষ্টি, মানবতার মুক্তি, এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা।

৮.২: দাওয়াতের নিয়ত: একমাত্র আল্লাহর জন্য

সাহাবারা দাওয়াত দিতেন সম্পূর্ণ ইখলাসের (নির্ভেজাল নিয়ত) সঙ্গে। তাঁদের অন্তরে ছিল না কোনো অহংকার, খ্যাতি বা দুনিয়ার লোভ।
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের শিখিয়েছিলেন—

"إنما الأعمال بالنيات"

"সমস্ত কাজ নিয়তের উপর নির্ভর করে।"

তাঁরা জানতেন, যদি নিয়ত হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি, তবে ছোট কাজও বড় হয়ে যায়; আর যদি নিয়ত হয় দুনিয়ার লাভ, তবে বড় কাজও ব্যর্থ।

৮.৩: দাওয়াতের লক্ষ্য ছিল মানুষকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করা

সাহাবারা মানুষকে দাওয়াত দিতেন মানবতার প্রতি মমতা ও করুণার কারণে।
তাঁদের হৃদয়ে ছিল এই অনুভূতি—
"আমি যেন জ্বলন্ত আগুনের ধারে দাঁড়িয়ে মানুষকে হাত ধরে টেনে আনছি, যাতে তারা তাতে পতিত না হয়।"

সাহাবারা একই মানসিকতা নিয়ে দাওয়াত দিতেন—মানুষকে চিরস্থায়ী ক্ষতি থেকে রক্ষা করা।

৮.৪: দাওয়াত মানে ছিল ত্যাগ ও দায়িত্ব

তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না ক্ষমতা দখল বা রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, বরং ছিল মানব সমাজে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য তাঁরা ত্যাগ স্বীকার করেছেন—

- নিজেদের পরিবার, সম্পদ, সম্মান, এমনকি জীবনও উৎসর্গ করেছেন।

- তাঁরা মনে করতেন, দাওয়াত দেওয়া মানে দায়িত্ব পালন করা, ফলাফল আল্লাহর হাতে।

৮.৫: দাওয়াতের নিয়ত ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পথ অনুসরণ করা

সাহাবারা বুঝতেন, তাঁরা যে দাওয়াত দিচ্ছেন, তা তাঁদের নিজস্ব নয়—এটা রাসূল ﷺ-এর মিশনের ধারাবাহিকতা।

তাঁরা বলতেন—

"আমরা সেই কাজই করব, যেটি আমাদের নবী ﷺ করতেন—মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান।"

তাঁদের দাওয়াতের নিয়ত ছিল নবীর কাজকে এগিয়ে নেওয়া, নিজের নামে কোনো আন্দোলন করা নয়।

৮.৬: দাওয়াতের ফল নয়, দায়িত্বে মনোযোগ

সাহাবারা কখনও ফলাফল নিয়ে উদ্বিগ্ন হতেন না। তাঁরা জানতেন, হিদায়াত আল্লাহর হাতে—মানুষের কাজ হলো শুধু পৌঁছে দেওয়া।

আল্লাহ বলেন:

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ

আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি, তার কোন একটি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে উঠিয়ে নেই, তাতে কি আপনার দায়িত্ব তো পৌছে দেয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেয়া।

(সূরা রা'দ আয়াত : ৪০)

এই আয়াত তাঁদের নিয়তকে সবসময় পরিশুদ্ধ রাখতো—তাঁরা শুধু দায়িত্ব পালন করতেন, ফলাফল আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতেন।

৮.৭: দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল সমাজে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা

তাঁরা কেবল নামাজ বা রোজার দাওয়াত দেননি; বরং সমাজের ন্যায়, সমতা, সততা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন।

তাঁদের দাওয়াত সমাজকে বদলে দিয়েছে—জুলুমের জায়গায় ন্যায়, অন্ধকারের জায়গায় আলো এনেছে।

সাহাবাদের দাওয়াতের সঠিক উদ্দেশ্য ও নিয়ত ছিল—

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা।

দুনিয়া নয়, আখিরাতের মুক্তির জন্য কাজ করা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিশনকে অব্যাহত রাখা।

দাওয়াতের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়ের আলোক ছড়িয়ে দেওয়া।

অধ্যায় ৯ : দাওয়াহর ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সাহাবাদের ভূমিকা

ইসলামের ইতিহাসে সাহাবায়ে কেরাম (رضي الله عنهم) ছিলেন দাওয়াতের সত্যিকার দৃষ্টান্ত। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সরাসরি শিক্ষায় গড়ে ওঠেন এবং তাঁর দাওয়াতের মিশনকে পৃথিবীর চার প্রান্তে ছড়িয়ে দেন। তাঁদের জীবনের প্রতিটি ধাপেই ছিল দাওয়াত, ত্যাগ, এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অদম্য প্রচেষ্টা।

৯.১: হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)

ইসলামের প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মুসলমান এবং দাওয়াতের প্রথম অগ্রদূত।
ইসলাম গ্রহণ করার পরই নিজের সম্পদ, সময় ও প্রভাব কাজে লাগিয়ে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে শুরু করেন।
তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমেই বহু বিশিষ্ট সাহাবা ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল ﷺ যখন মক্কায় নির্যাতিত হন, তিনি সবসময় পাশে ছিলেন এবং হিজরতের সময় সঙ্গীও হয়েছিলেন।
খলিফা হওয়ার পর "রিদ্দা যুদ্ধ"-এর মাধ্যমে ইসলামকে টিকিয়ে রাখেন এবং দাওয়াতের পথকে স্থায়ী করেন।
ইবনে ইসহাক (রহঃ) বলেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করিবার পর নিজের ইসলামকে প্রকাশ করিলেন এবং আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কাওমের সকলের নিকট পছন্দনীয় ও প্রিয় ছিলেন এবং স্বভাব প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল ছিল। তিনি কোরাইশের মধ্যে তাহাদের বংশ পরিচয় ও তাহাদের মধ্যেকার ভাল-মন্দ বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞান রাখিতেন। নিতান্ত সচ্চরিত্র ও সৎকর্মশীল ব্যবসায়ী ছিলেন। কাওমের লোকেরা তাঁহার নিকট আসিত এবং তাঁহার জ্ঞানের প্রসারতা, ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতা ও সদাচারণ ইত্যাদি বহু কারণে মানুষ তাঁহাকে ভালবাসিত। এইভাবে যাহারা তাঁহার নিকট আসিত এবং তাঁহার মজলিসে বসিত তাহাদের মধ্য হইতে নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে তিনি আল্লাহ ও ইসলামের প্রতি দাওয়াত দিতে আরম্ভ করিলেন। হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম, হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত ওসমান ইবনে আফফান, হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ, (রাঃ) তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাহারা হযরত আবু বকর (রাঃ) সহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে কোরআন পড়িয়া শুনাইলেন এবং তাহাদিগকে ইসলামের হক সম্পর্কে উপস্থিত হইলেন। তিনি তাহাদের সম্মুখে ইসলাম পেশ করিলেন, অবহিত করিলেন। তাহারা সকলেই ঈমান আনয়ন করিলেন। ইসলাম গ্রহণে

অগ্রগামী এইদলের সংখ্যা আটজন ছিল। যাহারা রাসূলুল্লাহ আল্লাহর পক্ষ হইতে আনিত তাঁহার সকল বিষয়ের উপর ঈমান আনয়ন করিলেন।

মূল শিক্ষা: তাঁর দাওয়াত ছিল শান্তিপূর্ণ, প্রভাবশালী এবং সম্পূর্ণ ইখলাসপূর্ণ।

৯.২: হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর দাওয়াত ছিল দৃঢ়তা ও শক্তির প্রতীক।

তিনি খোলাখুলিভাবে ইসলামের ঘোষণা দেন এবং প্রথম মক্কায় প্রকাশ্যে নামাজ আদায় করেন। খলিফা হিসেবে দাওয়াতকে প্রশাসনিক পর্যায়ে নিয়ে যান—ইরাক, মিশর, পারস্য ও সিরিয়া পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেন।

ইসলামী শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনের শিক্ষা দেন।

একবার উমর (রাঃ)-এর সঙ্গে সাহাবী উবাই ইবনে কাব (রাঃ)-এর একটি বিষয়ে বিবাদ সৃষ্টি হয়। দুজনেই কাদির (বিচারক) শুরাহ্ বায়জার কাছে গেলেন। বিচারক উমরকে সম্মান দেখিয়ে বিশেষ আসনে বসাতে চাইলে উমর (রাঃ) ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন:

"এটা তোমার প্রথম জুলুম।"

তিনি বিচারকের নিকট শাসক ও প্রজার মধ্যে বৈষম্য প্রদর্শনের প্রবণতাকে অন্যায় বলে ঘোষণা করেন।

খরা ও দুর্ভিক্ষে খাদ্যাভাবের সময় উমর (রাঃ) খাদ্য চুরি বা সম্পদসংক্রান্ত অপরাধের শাস্তি স্থগিত করেন। কারণ, ক্ষুধা মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে।

উমর (রাঃ) নিজ পরিবারের সদস্যদের রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবহার কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এমনকি নিজের স্ত্রী উম্মে কুলসুম যখন কিছু সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলেন, তিনি তার মূল্য ফেরত নেওয়ার নির্দেশ দেন।

তিনি গভর্নর নিয়োগের পর তাদের সম্পদের তালিকা নিয়ে রাখতেন, এবং কাজের শেষে পুনর্মূল্যায়ন করতেন। কোনো অভিযোগ উঠলে তদন্ত কমিটি গঠন করতেন।

একবার রাস্তার পাশের এক ইহুদি বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে উমর (রাঃ) বায়তুল মাল থেকে তার জন্য জীবিকা বরাদ্দ করেন, বলেন:

"যখন সে তরুণ ছিল, আমরা তার কাছ থেকে জিজিয়া নিয়েছি; বার্ধক্যে এসে তাকে পরিত্যাগ করা আমাদের জন্য ন্যায় নয়।"

ধর্মনিরপেক্ষ সামাজিক ন্যায়বিচার—মুসলিম-বহির্ভূত নাগরিকদেরও সমান মানবাধিকার।

মূল শিক্ষা: তিনি দাওয়াতকে রাষ্ট্রীয় ও ন্যায়বিচারভিত্তিক রূপ দেন।

৯.৩: হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)

- তাঁর দাওয়াত ছিল কোমলতা ও উদারতার মাধ্যমে।

- নিজের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করতেন—মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ, তাবুক অভিযানে সহায়তা, কূপ ক্রয় ইত্যাদি।

- খলিফা হিসেবে তিনি কুরআনের একক সংরক্ষণ ব্যবস্থা করেন, যাতে ইসলামের দাওয়াত বিকৃত না হয় এবং সর্বত্র এক রূপে ছড়ায়।

হযরত উসমান(রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ছিলো সেই সেরা নেয়ামতগুলোর একটি যা আল্লাহ মুসলমানদের দান করেছিলেন এবং সেই অশেষ কল্যাণগুলোর অন্যতম, যা দিয়ে আল্লাহ ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করেছিলেন। কারণ মুসলমানগণ যখনই কোন সংকটে পড়েছেন হযরত উসমানই প্রথম এগিয়ে এসেছেন তাদের সহায়তায়...
তদ্রূপ ইসলামের বড় কোন প্রয়োজন সামনে আসামাত্র হযরত উসমান (রাঃ) নিজেকে পেশ করেছেন এবং তিনি থেকেছেন অগ্রণী ভূমিকায়....
এরকম একটি ঘটনা হলো তাবুকের যুদ্ধ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন তাবুক অভিযানে বের হতে মনস্থির করলেন তখন তার প্রয়োজন ছিলো যথেষ্ট অর্থবল যা লোকবলের প্রয়োজনের চেয়ে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ রোমান সৈন্যরা সংখ্যায় অনেক। তাদের অস্ত্রশস্ত্রও সেরকম। তাছাড়া তারা যুদ্ধ করছে নিজেদের মাটিতে। অপর পক্ষে মুসলিম মুজাহিদগণ, একে তো তাদের পোহাতে হবে দীর্ঘ সফর তার ওপর তাদের রসদ কম... আর যানবাহন আরো কম...সেই সাথে তারা তখন পার করছিলেন অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষের এক কঠিন মুহূর্ত। জাযিরাতুল আরবে যে রকম পরিস্থিতি আগে খুব একটা দেখা যায়নি। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাধ্য হয়েই মুসলিমদের মধ্য হতে বড় একটা অংশকে জিহাদে শরীক হতে বারণ করেন-
যেহেতু তাদের সওয়ারী নেই। এতে স্বভাবতই তারা বঞ্চিত হয়ে পড়েন শাহাদাত লাভের সুযোগ হতে... ফলে তারা ফিরে গেলেন দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে। অশ্রুপ্লাবিত চোখে...
এই সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠলেন। প্রথমে আল্লাহ তা'আলার যথাযোগ্য হামদ ও ছানা পাঠ করলেন, তারপর মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করলেন সম্পদ ব্যয়ে... আর তাদেরকে শোনালেন মহাপুরস্কারের সুখবর। তখন হযরত উসমান ইবনে আফফান(রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি দায়িত্ব নিলাম একশত উটের সাথে তার জিন ও হাওদা।...

এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একধাপ নেমে এলেন মিম্বার থেকে। কিন্তু নতুন করে মানুষকে উদ্বদ্ধ করতে আরম্ভ করলেন দান-খরচে। তখন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)আবার দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি আরো একশ' উট দিবো ইয়া রাসূলাল্লাহ তার হাওদা ও জিনসহ... এতে রাসূলের মুখমণ্ডল খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তিনি নেমে এলেন মিম্বার থেকে আরো এক ধাপ। তার একটু পরেই তিনি আবারো মানুষকে উৎসাহিত করতে লাগলেন খরচের প্রতি এবং তৃতীয় বারের মতো হযরত উসমান(রাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন। আরয করলেন, আমি আরো একশ' উট দিবো ইয়া রাসুলাল্লাহ তার হাওদা ও জিনসহ...
এইবারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান ইবনে আফফানের কাজে খুশি হয়ে তাঁর আঙ্গুলি মুবারক দুলিয়ে ইশারা করে বললেন।

مَا ضَرَ عُثْمَانُ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَا ضَرَّ عُثْمَانُ مَا فَعَلَ بَعْدَ الْيَوْمِ
আজকের পরে উসমান যাই করুক তাতে তার ক্ষতি নেই... আজকের পরে উসমান যাই করুক তাতে তার ক্ষতি নেই।

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বার থেকে অবতরণ করতেই হযরত উসমান রাযি. ছুটলেন তার বাড়ীর দিকে। হযরত উসমান(রাঃ) বাড়ীতে চলে গেলেন এবং পাঠিয়ে দিলেন উষ্ট্রীসমূহের সাথে এক লক্ষ দিনার-স্বর্ণমুদ্রা...
দিনারগুলো যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোলের কাছে ঢেলে রাখা হলো; তিনি তার পবিত্র হাতে সেগুলো উল্টে পাল্টে দেখলেন আর তার যবানে উচ্চারিত হলো- আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন উসমান, যা কিছু তুমি করেছো গোপনে এবং প্রকাশ্যে... এবং যা কিছু হয়েছে তোমার থেকে এবং যা হবে... কেয়ামত পর্যন্ত।

মূল শিক্ষা: দাওয়াত মানে শুধু কথা নয়, ত্যাগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাও দাওয়াতের অংশ।

৯.৪: হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)

- নবী ﷺ-এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও সাহসী দাঈ।

- ইসলাম প্রচারে যুক্তি, প্রজ্ঞা ও সাহসের সমন্বয় ঘটান।

- খলিফা হিসেবে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে দাওয়াতকে বাস্তব রূপ দেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন গোপনে দাওয়াত শুরু করেন, তখন সবচেয়ে আগে ইসলামের দাওয়াত গ্রহণকারী কিশোর ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)।
তিনি মাত্র ১০–১২ বছরের কিশোর থাকতেই রাসুলুল্লাহ ﷺ–এর সত্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং পরবর্তী সময়ে নবীজির দাওয়াতকে সর্বাত্মকভাবে সমর্থন করেন।
নবুওতের শুরুর দিকে আল্লাহর নির্দেশে রাসুল ﷺ তাঁর নিকটাত্মীয়দের (বনি হাশিম) দাওয়াত দেন। সেই বৈঠকে প্রথমে যিনি দাঁড়িয়ে সমর্থন জানিয়ে রাসুল ﷺ–এর সহায়তার অঙ্গীকার করেন, তিনি ছিলেন হযরত আলী (রাঃ)।
তিনি বলে ওঠেন:
“আমি, হে আল্লাহর রাসুল, আপনাকে সমর্থন করব।”

কুরাইশরা যখন নবীজিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে, তখন নবীজি ﷺ তাকে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেছিলেন, যাতে তিনি নিরাপদে মদিনায় হিজরত করতে পারেন।
হযরত আলী (রাঃ)–এর এই ত্যাগ ও সাহস ইসলাম প্রচার ও রক্ষার অন্যতম দৃষ্টান্ত।
মদীনায় মুহাজির-আনসারদের মাঝে ইসলামী জ্ঞান প্রচারে হযরত আলী (রাঃ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
কুরআনের অনেক আয়াত তাফসীর শেখাতেন, নতুন মুসলমানদের শরীয়তের বিধান বুঝিয়ে দিতেন রাসুল ﷺ–এর নির্দেশে বিচার-ফতওয়া দিতেন
নবীজি ﷺ তাঁকে বলেছিলেন:
“আল্লাহ যাকে হেদায়াত দেন তোমার মাধ্যমে, তা তোমার জন্য বিশ্ব-সম্পদের চেয়েও উত্তম।”
রাসুল ﷺ তাঁকে ইয়েমেনে গভর্নর ও দাঈ হিসেবে পাঠান। সেখানে তিনি–
মানুষের মাঝে দাওয়াত দেন, ইসলামি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন, বহু মানুষ তাঁর দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করে।
তার ফিকহী জ্ঞান ও ন্যায়বিচার দেখে ইয়েমেনের লোকেরা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।
চতুর্থ খলিফা হিসেবে তিনি–

- কুরআন–সুন্নাহ অনুসরণে উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করেন
- ন্যায়বিচার ও সত্যের প্রতি আহ্বান জানান
- খারিজি, বিদআত ও বিভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট দাওয়াতি ভূমিকা পালন করেন
- জ্ঞান বিতরণ ও শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়া তাঁর দাওয়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

মূল শিক্ষা: দাওয়াতের সাথে জ্ঞান, ন্যায় ও নেতৃত্বের সমন্বয় থাকা জরুরি।

৯.৫: হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ)

- রাসূল ﷺ তাঁকে মদিনায় প্রথম দাঈ হিসেবে পাঠান।

- তাঁর দাওয়াতের ফলেই মদিনার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন—সা'দ ইবনে মুআয, উসায়দ ইবনে হুযাইর প্রমুখ।

- তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম "শিক্ষক" ও "দাওয়াতের দূত"।

- বদর ও উহুদ যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন—কিন্তু তাঁর দাওয়াতের ফলেই মদিনা ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

মুস'আব (রাঃ) ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে সম্পদশালী যুবক।ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মা ও পরিবার তাঁকে কঠোরভাবে বন্দী করে। তবু তিনি গোপনে নবীজি ﷺ-এর কাছে যেতেন, কুরআন শিখতেন এবং তরুণদের ইসলাম শেখাতেন। দাওয়াত থেকে কখনো পিছিয়ে যাননি।

হাবশায় হিজরত করা সাহাবিদের অন্যতম ছিলেন তিনি।

সেখানে—

- মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দেন
- মুসলিমদের মাঝে ঐক্য রক্ষা করেন
- স্থানীয় মানুষদের কাছে ইসলামের চরিত্র উপস্থাপন করেন

আকাবার প্রথম বাইয়াতের পরে মদিনার মুসলিমরা নবীজি ﷺ-কে একজন শিক্ষক/দাঈ পাঠাতে অনুরোধ করেন। রাসুল ﷺ দায়িত্ব দিলেন মুস'আব (রাঃ)-কে।

এই নিয়োগের কারণ:

কুরআনে গভীর জ্ঞান

উত্তম চরিত্র

শান্ত স্বভাব

দাওয়াত দেওয়ার দক্ষতা

মুস'আব (রাঃ)-ই ইসলামকে পুরো ইয়াসরিব (মদিনা)-এ ছড়িয়ে দেওয়ার ইতিহাস শুরু করেন।

মুস'আব (রাঃ) মদিনায় দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তখন উসাইদ ইবনে হুদীর ও সাঈদ ইবনে মুআয (অওস গোত্রের নেতা) তাঁকে বাধা দিতে আসেন।
মুস'আব (রাঃ) শান্তভাবে বলেন:

"আপনি বসুন, আমি যা বলব শুনুন। যদি ভালো মনে হয়, গ্রহণ করবেন; না হলে আমি থেমে যাব।"
তিনি কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেন।
কুরআনের শক্তি ও মুস'আব (রাঃ)-এর চরিত্র তাদের হৃদয় পরিবর্তন করে দেয়।

> উসাইদ ইবনে হুদীর ইসলাম গ্রহণ করেন
> এরপর সাঈদ ইবনে মুআয ইসলাম গ্রহণ করেন
> তাদের মাধ্যমে পুরো অওস গোত্র মুসলমান হয়ে যায়

এটি ইসলামের ইতিহাসে এক বিশাল টার্নিং পয়েন্ট।

- প্রথমবারের মতো মদিনায় জামাতের সালাত প্রতিষ্ঠা করেন
- শিশু, যুবক ও প্রাপ্তবয়স্কদের কুরআন শিক্ষা দেন
- আউস ও খাজরাজ গোত্রের মাঝে দ্বন্দ্ব দূর করেন
- ইসলামী নৈতিকতা শেখান
- মুসলিম পরিবার গঠনের ভিত্তি তৈরি করেন

মদিনা কাঠামোগতভাবে "ইসলামি শহর" হওয়ার শুরু তাঁর হাতধরেই।

মুস'আব (রাঃ)-এর দাওয়াতি প্রভাবের ফলেই মদিনার ৭০+ মুসলমান মক্কায় এসে **দ্বিতীয় আকাবার বাইয়াত** গ্রহণ করেন।
এটি ইসলামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়।
তিনি নবীজি ﷺ-এর কাছে মদিনায় ইসলামের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।
মুস'আব (রাঃ)-এর দাওয়াতি সফলতার ফলেই মদিনায় ইসলাম প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি হয়।
যুদ্ধেও তিনি মনোবল বাড়াতেন, মুসলিমদের কুরআনের আয়াত শোনাতেন, বন্দীদের সঙ্গে সদাচরণ করতেন, তাঁর কাছে বহু বন্দী ইসলাম সম্পর্কে ভালো ব্যবহার দেখে প্রভাবিত হয়
মুস'আব (রাঃ) উহুদে রাসুল ﷺ-এর পতাকা বহন করছিলেন। শত্রুরা তাকে লক্ষ্য করে আক্রমণ চালায়।

তাঁর—

- এক হাত কেটে যায় → তিনি পতাকাটি অন্য হাতে ধরেন
- অন্য হাত কেটে গেলে → দুটো বাহুর সাথে বুকে চেপে ধরেন
- অবশেষে শহিদ হন

রাসুল ﷺ তাঁর মৃতদেহ দেখে অশ্রুসিক্ত হন এবং বলেন:
"আমি মুস'আবকে দেখেছি—মক্কায় তাঁর চেয়ে সুন্দর পোশাকধারী কেউ ছিল না।
আজ তিনি শহীদ হয়েছেন, আর তাঁর কাফন দেওয়ার মতো কাপড়ও আমরা পুরো দেহে দিতে পারছি না।"
মূল শিক্ষা: দাওয়াত মানে ত্যাগ ও ঈমানের প্রকৃত উদাহরণ।

৯.৬: হযরত বিলাল ইবনে রাবাহ (রাঃ)

- দাওয়াতের প্রতীক ছিলেন ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা।
- নির্যাতনের মধ্যেও "আহাদ, আহাদ" বলে তাওহিদের দাওয়াত প্রচার করেন।
- পরবর্তীতে ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন হিসেবে দাওয়াতকে নতুন মাত্রা দেন—আজান হয়ে ওঠে ইসলামী আহ্বানের প্রতীক।

হযরত বিলাল (রাঃ) ছিলেন হাবশী বংশোদ্ভূত একজন দাস। যখন তিনি রাসুল ﷺ-এর দাওয়াত শুনলেন, তাওহীদের সত্য বার্তা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করল। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি গোপনে ঈমান রাখেন।

কুরাইশরা তাঁকে বালুতে ফেলে নির্যাতন করত। উমাইয়া ইবন খলফ বুকে পাথর চাপিয়ে রাখতো—প্রয়োজন ছিল যেন বিলাল ইসলাম ছেড়ে দেয়।
কিন্তু তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বারবার বলতেন—
"أحدٌ أحد" — "এক আল্লাহ, এক আল্লাহ।"

এই ঘোষণা ছিল তাঁর দাওয়াত—যা অনেককে চিন্তা করতে বাধ্য করেছিল কিভাবে একটি দাস এমন দৃঢ় হতে পারে?
ইবনে কাসির বলেন—

“বিলাল (রাঃ)-এর এই তাওহীদের উচ্চারণ মক্কার মানুষের মধ্যে ইসলামের প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তোলে।”

সত্যের জন্য সহ্য–সাহস দাওয়াতের শক্তিশালী মাধ্যম, তাঁর “আহাদ আহাদ” ছিল ইসলামের প্রথম উন্মুক্ত স্লোগান

যখন নির্যাতন চরমে পৌঁছায়, আবু বকর (রাঃ) তাঁকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।

বিলাল (রাঃ) মুক্ত হওয়ার পর

- মুসলমানদের মাঝে ঈমান জাগ্রত করতেন
- তাওহীদের কথা প্রচার করতে স্বাধীনতা পান
- নতুন মুসলমানরা তাঁর দৃঢ়তায় অনুপ্রাণিত হতো

হিজরতের পর বিলাল (রাঃ) মদিনায় মুসলিম সমাজে দাওয়াত ও ইবাদতের পরিচয় হয়ে ওঠেন।

মুসলমানদের হৃদয় জাগ্রত করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অসাধারণ।

ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন—আযানের মাধ্যমে দাওয়াত

হযরত বিলাল (রাঃ)-ই ছিলেন ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন—রাসুল ﷺ-এর বিশেষ নির্দেশে।

“রাসুল ﷺ বিলালকে আযান দিতে আদেশ করেন।”

আযান ছিল তাওহীদ, রিসালাত ও সালাতের প্রতি **প্রকাশ্য আহ্বান**—এটি সর্বশ্রেষ্ঠ দাওয়াত।

বিলাল (রাঃ)-এর কণ্ঠস্বর ছিল শক্তিশালী, পরিষ্কার, এবং ঈমান-পূর্ণ।

দাওয়াতের প্রভাব

- মদিনার অমুসলিমরাও আযানের মাধ্যমে ইসলামের বার্তা প্রথম শোনে
- সালাতে মানুষকে ডাকতেন—সত্যের পথে আহ্বান
- তাঁর আযান আজও মুসলিমদের আত্মিক শক্তির প্রতীক

বিলাল (রাঃ) শুধু আযানদাতা নয়—তিনি সংগ্রামী দাঈও ছিলেন।

বদর যুদ্ধে বিলাল (রাঃ) তাঁর নির্যাতনকারী উমাইয়া ইবন খলফকে দেখলে বলেন—

“আজ আল্লাহ উমাইয়াকে শাস্তি দিচ্ছেন তার কুফরের কারণে।”

এর মাধ্যমে কুরাইশরা বুঝতে পারে—
ইসলাম একটি মুক্তির আন্দোলন, যা দাসত্ব ও অত্যাচারের বিরোধী।
মক্কা কাবার চূড়ায় দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া এটি তাঁর দাওয়াতি জীবনের সবচেয়ে মহান মুহূর্ত।
ইমাম ইবনে খুযাইমা ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন:
"ফতহে মক্কার দিনে বিলাল কাবার ছাদে উঠে আযান দেন।"

• যে মক্কায় তাঁকে নির্যাতন করা হয়েছিল—সেই মক্কায় তিনিই আল্লাহর কালেমা উচ্চারণ করেন

- পুরো শহর প্রথমবার ইসলামের আযান শোনে
- এটি ছিল দাসত্ব থেকে ঈমানের বিজয়ের ঘোষণা

অনেকে এই ঘটনায় ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী হয়।

রাসুল ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আযান দেয়ার যাতনা সহ্য করতে না পেরে তিনি খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর নিকট আবেদন করলেন, যেনো তাকে আযান দেয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়া হয়।
মদিনা ত্যাগ করে শাম অঞ্চলে গিয়ে জীবন কাটান জিহাদ ও দাওয়াতে।
ইবনে কাসির বলেন:
"তিনি শাম-এ মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহ শেখাতে ব্যস্ত থাকতেন।"

তাঁর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

- ✔ দাওয়াতে দৃঢ়তা
- ✔ সত্যের জন্য নির্যাতন সহ্য
- ✔ আযানের মাধ্যমে বৈশ্বিক দাওয়াত
- ✔ চরিত্র, ধৈর্য ও তাওহীদের বাস্তব রূপ
- ✔ অত্যাচারীর সামনে সত্যের ঘোষণা
- ✔ দাওয়াতি সংগ্রামের প্রতীক

মূল শিক্ষা: দাওয়াতে কষ্ট আসবেই, কিন্তু ধৈর্যই সাফল্যের চাবি।

৯.৭: হযরত সালমান আল-ফারসি (রাঃ)

- সত্যের অনুসন্ধানে পারস্য থেকে মদিনা পর্যন্ত আসেন।

- ইসলাম গ্রহণের পর বিভিন্ন জাতির মধ্যে দাওয়াত ছড়িয়ে দেন।

- তিনি ছিলেন আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির দাঈ—অমুসলিমদের সঙ্গে প্রজ্ঞার মাধ্যমে কথা বলতেন।

হযরত সালমান আল-ফারসি (রাঃ) ছিলেন মজুস (আগুনপূজারী) পরিবারের ধনী সন্তান। তার অন্তরে সত্যের অনুসন্ধান ছিল প্রবল। যখন তিনি আগুনপূজারীতে অশান্তি অনুভব করেন, তখন সত্যের খোঁজে যাত্রা শুরু করেন—এটাই দাওয়াতের দিকে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ।

সালমান (রাঃ) নিজের জীবনের দীর্ঘ কাহিনি সহীহ মুসলিম-এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন,

"আমি একজন রাহিবের (খ্রিস্টান আলেম) সৎধর্ম দেখে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম-পূর্ব খাঁটি তাওহীদ শিক্ষা গ্রহণ করি, কিন্তু প্রকৃত সত্যের অপেক্ষায় ছিলাম।"

যে কোনো মুসলিমের প্রথম দায়িত্ব—সত্য জানার তৃষ্ণা

যখন সালমান (রাঃ) দাসত্বের জীবন কাটাচ্ছিলেন, তখন তিনি মদিনায় রাসুল ﷺ-এর আগমনের সংবাদ শুনেন। পরে নবীজির কাছে এসে খাঁটি তাওহীদের ধর্ম সত্য কিনা তা যাচাই করতে চাইলেন।

তিনি তিনটি পরীক্ষা নেন—

নবীজী ﷺ সদকা খান না কি?

হাদিয়া (উপহার) গ্রহণ করেন কি?

কাঁধের মধ্যে নবুওতের মোহর আছে কি?

সবগুলো পরীক্ষা সত্য প্রমাণিত হলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

> দাওয়াতে যুক্তি ও প্রমাণের গুরুত্ব

>খোলামনে সত্য যাচাই করা ইসলামের আহ্বানের অংশ

সালমান (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর মুক্তি পেতে মালিক তার কাছে অনেক বড় মূল্য দাবি করে। রাসুল ﷺ সাহাবীদের বলেন তাঁকে সাহায্য করতে।

“রাসুল ﷺ সাহাবীদের বললেন: তোমরা সালমানকে সাহায্য কর।”

সাহাবীরা খেজুর গাছ লাগাল, স্বর্ণ দিল, শ্রম করল
ফলে সালমান (রাঃ) মুক্ত হলেন। এরপর তিনি পূর্ণ স্বাধীনভাবে দাওয়াতের কাজে যুক্ত হন।

> দাওয়াতে দলগত সহযোগিতা

> মুসলিম সমাজ একে অপরের সাহায্য করলে দাওয়াত শক্তিশালী হয়

খন্দকের যুদ্ধে যখন কুরাইশ ও মিত্ররা আক্রমণ করতে আসে, সালমান (রাঃ) ফার্সি যুদ্ধকৌশল প্রস্তাব করেন—শহরের চারপাশে **খন্দক খনন**।
রাসুল ﷺ তাঁর প্রস্তাব মেনে নেন। এই প্রস্তাব ইসলামের ইতিহাস বদলে দেয়।

ইসলামের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুরক্ষা—একজন দাঈর বুদ্ধিমত্তার ফল।

> জ্ঞান, দক্ষতা ও পরিকল্পনাও দাওয়াতের অংশ

> সমাজ রক্ষা—দাওয়াতের বড় দায়িত্ব

তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, জ্ঞানী ও শান্ত স্বভাবের ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ঈমানদার ও নতুন মুসলমানদের দাওয়াতে শক্তি দিত।
রাসুল ﷺ বলেন—
“সালমান আমাদের ‘আহলুল বাইত’—আমাদের পরিবারের লোক।”

এটি দাওয়াতে তাঁর মর্যাদা নির্দেশ করে।

> সত্য প্রকাশে দৃঢ়

> জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াত

> নরম ভাষা

> গহীন আধ্যাত্মিকতা

উমার (রাঃ) এর যুগে সালমান (রাঃ) পারস্যের বহু অঞ্চলে গভর্নর হন।
কিন্তু সম্পদ গ্রহণ না করে দাওয়াতে লেগে থাকেন। মানুষকে তাওহীদ শেখাতেন।
ইবনে কাসির বলেন—
“সালমান (রাঃ) পারস্য অঞ্চলে তাওহীদ শিক্ষা ও ইসলামী ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করেন।”

তাঁর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

- ✔ সত্য অনুসন্ধান দাওয়াতের প্রথম পদক্ষেপ
- ✔ যুক্তি, প্রমাণ ও চরিত্র—দাওয়াতের ভিত্তি
- ✔ পরিকল্পনা (খন্দক) দাওয়াতের অংশ
- ✔ বিনয়ী ও জ্ঞানী আচরণ
- ✔ দাওয়াত শুধু কথায় নয়—কর্মেও

মূল শিক্ষা: দাওয়াতে জ্ঞান, আন্তরিকতা ও আন্তঃসংস্কৃতিক বোধ অপরিহার্য।

৯.৮: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ)

- নবী ﷺ তাঁকে ইয়েমেনে দাঈ হিসেবে পাঠান।

- রাসূল ﷺ তাঁকে শিখিয়ে দেন কিভাবে মানুষকে পর্যায়ক্রমে দাওয়াত দিতে হয়—
  প্রথমে তাওহিদ,
  তারপর নামাজ,
  তারপর যাকাত ইত্যাদি।

- তিনি মানুষকে আল্লাহভীতি, জ্ঞান ও ন্যায়ের দাওয়াত দিতেন।

হযরত মু'আয (রাঃ) ছিলেন যুবক বয়সেই ইলম, দাওয়াত ও ফিকহে শীর্ষস্থানীয় সাহাবি।
রাসুল ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেন—
"উম্মতের মধ্যে হালাল-হারাম সবচেয়ে জানেন মু'আয ইবনে জাবাল।"

এটি তাঁর দাওয়াতি যোগ্যতার সর্বোচ্চ স্বীকৃতি, কারণ হালাল-হারামের জ্ঞানই দাওয়াতের ভিত্তি।
তিনি আনসারদের একজন শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। বদর, উহুদ, খন্দকসহ প্রায় সব বড় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে

- কুরআন শিক্ষা
- ইমান শেখানো
- দাওয়াত প্রচার করতেন।

তিনি ছিলেন প্রথম কয়েকজন কুরআন হাফেজদের অন্যতম।এরা কুরআন অন্যদের শেখাতে রাসুল ﷺ কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন।
ইয়েমেনে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়ছিল। নবী ﷺ এমন একজন দাঈ চাইলেন যিনি—

>জ্ঞানী

> নরমস্বভাব

> দাওয়াত, শিক্ষা, বিচার—সব করতে সক্ষম

সেই কারণে তিনি মু'আয (রাঃ)-কে বেছে নিলেন।
মু'আয (রাঃ) নিজেই বলেন—
রাসুল ﷺ আমাকে ইয়েমেনে পাঠিয়ে বললেন: "তুমি আহলে কিতাবের কাছে যাচ্ছো। প্রথমে তাদের তাওহীদের দিকে দাওয়াত দিও—'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, এবং আমি আল্লাহর রাসুল।'"

~ দাওয়াতের ধাপ নবী ﷺ শেখালেন

প্রথমে তাওহীদ

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

যাকাত

মানুষের অধিকার আদায়

এটাই *দাওয়াতের সুন্নাহ মেথড*।

রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন—
"তুমি কীভাবে বিচার করবে?"
মু'আয বললেন:
"কুরআনের মাধ্যমে।
তা না পেলে—সুন্নাহর মাধ্যমে।
তাও না পেলে—নিজের ইজতিহাদ করব।"
রাসুল ﷺ তাঁর বুকে হাত রেখে বললেন—
"আলহামদুলিল্লাহ, যিনি রাসুলের প্রতিনিধি হিসেবে যা আল্লাহ চান, সে অনুযায়ী কাজ করার তাওফিক দিয়েছেন।"

এটি দাওয়াত, সিদ্ধান্ত ও নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ নীতি।
ইয়েমেনে এসে তিনি—

> জ্ঞান শেখাতেন

> মানুষকে নামাজ শেখাতেন

> যাকাত সংগ্রহ করতেন

> তাওহীদের দাওয়াত দিতেন

> বিচারক হিসেবে ন্যায়বিচার করতেন

ইতিহাসগ্রন্থে আছে—

"মু'আয (রাঃ)-এর দাওয়াতে ইয়েমেনের বহু গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে।"

তিনি শুধু কথা দিয়ে নয়—

চরিত্র, ন্যায়, ও শিক্ষার মাধ্যমে দাওয়াত করতেন।

এরপর তিনি দেশে দেশে দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে লাগলেন।

উমার (রাঃ)–এর যুগে মু'আয (রাঃ) শাম অঞ্চলে পাঠানো হয়।

সেখানে—

> তাওহীদ শেখান

> নতুন মুসলমানদের কুরআন শিক্ষা দেন

> বিচারব্যবস্থার সংস্কার করেন

> জ্ঞানপ্রেমীদের কেন্দ্র গড়ে তোলেন

ইবনে কাসির বলেন—

"মু'আয (রাঃ) শামে মানুষের হৃদয় বদলে দিয়েছিলেন। তাঁর দাওয়াত ছিল কোমল, শিক্ষাসমৃদ্ধ এবং ন্যায়ভিত্তিক।"

মৃত্যুশয্যায়ও তিনি দাওয়াত দিতে ভুলেননি।

তিনি বলেন—

"জ্ঞান অর্জন করে তা ছড়িয়ে দাও। এটি আল্লাহর পথে জিহাদের সমান।"

তাঁর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

✔ দাওয়াত শুরু হয় তাওহীদ দিয়ে

✔ জ্ঞান দিয়ে দাওয়াত

✔ কোমল আচরণ

✔ বিচার ও ফিকহের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার

✔ শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয়

- ✔ নবীর দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী দাওয়াতি ক্রম
- ✔ দাওয়াত—মধ্যমপন্থি, নরম, যুক্তিপূর্ণ

মূল শিক্ষা: দাওয়াতের জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিহার্য।

৯.৯ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)

- কুরআনের গভীর জ্ঞান ও সুন্দর তিলাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন।

- কুফা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেন।

- তাঁর দাওয়াত ছিল কুরআনের মাধ্যমে হৃদয় পরিবর্তনের এক অসাধারণ উদাহরণ।

ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের ইতিহাসে একটি অসাধারণ গল্প। তিনি একবার তাঁর ভেড়া চড়াতেন। সেখানে রাসুল ﷺ ও আবু বকর (রাঃ) তাঁর কাছে দুধ চান। তিনি দুধ না দিয়ে তাদের সততা পরীক্ষা করেন। পরে মু'জিযা দেখে, কুরআনের সত্যতা শুনে তিনি ঈমান গ্রহণ করেন।

এরপর থেকে তিনি দাওয়াতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং প্রাথমিক যুগের অন্যতম প্রধান দাঈ হয়ে ওঠেন।

কুরাইশরা মুসলমানদের কুরআন প্রকাশ্যে পড়তে দিত না। একদিন সাহাবারা আলোচনা করছিলেন—কে মক্কার মুশরিকদের সামনে প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করবেন?

ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন:

"আমি করব।"

সাহাবারা বললেন:

"তুমি দুর্বল, তোমার কোন গোত্র-সমর্থন নেই। তারা তোমাকে মারবে।"

তিনি জবাব দিলেন:

"আল্লাহ আমার রক্ষক।"

তিনি কাবার সামনে সূরা রহমানের কিছু আয়াত তিলাওয়াত করেন।

মুশরিকেরা তাঁকে মারধর করতে থাকে, তবু তিনি থামেন না।

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহর উপর পারদর্শী ছিলেন। রাসুল ﷺ তাঁর দাওয়াতি যোগ্যতাকে অসাধারণভাবে স্বীকৃতি দেন।

"যে কুরআন সুন্দরভাবে পড়তে চায়, সে ইবনে উম্মে আবদ (ইবনে মাসউদ)-এর মতো পড়ুক।"

এই কথা দেখায়— তিনি কুরআনকে নিয়ে দাওয়াতে সর্বোচ্চ দক্ষ ছিলেন।
মদিনায় তাঁর ঘর ছিল শিক্ষা ও দাওয়াতের কেন্দ্র।
সেখানে কুরআনের—
> তাফসীর
> তিলাওয়াত
> হুকুম-আহকাম শেখানো হতো।
ইবনে সা'দ বলেন—
"মদিনায় কোনো ঘর এমন ইলম ও দাওয়াতে পূর্ণ ছিল না যেরূপ ছিল ইবনে মাসউদের ঘর।"

ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছিলেন কুরআনের সর্বাধিক গভীর জানা সাহাবিদের একজন। তিনি বলেন—
"কুরআনের কোথায় কোন আয়াত নাযিল হয়েছে, কাদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, আমি জানি।"

তিনি নতুন মুসলমানদের কুরআন শেখাতেন, মানুষের প্রশ্নের উত্তর দিতেন, এবং আল্লাহর কিতাবের হেদায়াত ছড়িয়ে দিতেন।
শিক্ষাদানের দাওয়াতের গুরুত্ব
> তিনি কুরআন শিক্ষাকে দাওয়াতের সর্বোচ্চ রূপ বিবেচনা করতেন
> তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বহু তাবেঈ মহাপণ্ডিত জন্ম নেয়

উমার (রাঃ)-এর সময় ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে কুফায় পাঠানো হয়।
কুফা ছিল নতুন মুসলমানদের শহর।

তিনি সেখানে—
> কুরআন ও সুন্নাহ শেখান
> ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেন
> ভুল আকিদা ও বহুগোত্রীয় সংস্কার দূর করেন
> তাওহীদের ওপর দৃঢ় দাওয়াত প্রচার করেন
উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) তাঁর সম্পর্কে বলেন—

"ইবনে মাসউদকে পাঠিয়েছি তোমাদের শিক্ষক হিসেবে। তিনি এমন আলিম যাকে আমি সর্বোচ্চ মর্যাদা দিই।"

এটাই তাঁর দাওয়াতি জীবনের মাহাত্ম্য।
তিনি কুফায় শাসক হন, শিক্ষক হন—তবে কখনো দাওয়াত ভুলে যাননি।
তিনি বলতেন—
"যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে মানুষের সামনে সত্য দাওয়াত দিতে পারবে না।"

উমাইয়াদ যুগের প্রারম্ভেও তিনি অভিজাতদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্য কথা বলতেন।
ইবনে মাসউদ (রাঃ) সাধারণত দৈনিক নিয়মিত বক্তব্য দিতেন না। কেন?
তিনি বলেন—
"অতিরিক্ত কথা মানুষের মনে ক্লান্তি আনে। আমি চাই তোমরা গ্রহণ করো, বিরক্ত না হও।"

তিনি কম কথা বলতেন, কিন্তু প্রতিটি কথা সরাসরি হৃদয়ে লাগত।

তাঁর দাওয়াতের সবচেয়ে বিখ্যাত উপদেশ

একবার তিনি বলেন—
"যে ব্যক্তি নিজের গোপন আমলকে ঠিক রাখে, আল্লাহ তার প্রকাশ্য আমলকে ঠিক করে দেন।"
— *ইবনে আবী শাইবা, مصنف, সহিহ সনদে*
এটি দাঈদের জন্য চিরন্তন নীতি।

মৃত্যুশয্যায় চূড়ান্ত দাওয়াতি উপদেশ

মৃত্যুর আগে লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল—
"আপনি কী রেখে যাচ্ছেন?"
তিনি উত্তর দিলেন—
"ইলম রেখে যাচ্ছি।
যাকে গ্রহণ করবে, আল্লাহ তাকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন।"

তাঁর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য

- ✔ কুরআন ভিত্তিক দাওয়াত
- ✔ সত্য প্রকাশে দৃঢ়তা

- ✔ প্রকাশ্য তিলাওয়াতের মাধ্যমে দাওয়াত
- ✔ শিক্ষকতা ও ইলম প্রচার
- ✔ ন্যায়বিচারের মাধ্যমে দাওয়াত
- ✔ ধৈর্য, ত্যাগ ও বিনয়
- ✔ হিকমতভিত্তিক (মসৃণ, মাপা) কথা বলা

মূল শিক্ষা: দাওয়াতের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো কুরআন।

৯.১০: হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)

- সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবি।

- তাঁর বর্ণিত হাদিসের মাধ্যমে ইসলাম ও নববী শিক্ষা পুরো উম্মতের কাছে পৌঁছেছে।

- এভাবে তিনি দাওয়াতের এক অনন্য ভূমিকা পালন করেন—শব্দে নয়, বর্ণনায় ও জ্ঞানে।

আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর প্রকৃত নাম আবদুর রহমান ইবনে সাখর। তিনি ইয়ামানীর দাওস গোত্রের মানুষ। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পেছনে সরাসরি ভূমিকা রাখেন প্রসিদ্ধ দাঈ ও কবি—তুফায়ল ইবনে আমর আদ-দাউসি (রাঃ)।

তুফায়লের দাওয়াত শুনে আবু হুরাইরা বলেন—

"তিনি আমাদের তাওহীদের দিকে ডাকলেন এবং আমি সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করলাম।"

— *ইবনে হিশাম, সীরাহ*

এটাই তাঁর দাওয়াতি জীবনের সূচনা।

হিজরতের সপ্তম বছরে তিনি মদিনায় আসেন এবং সাথে সাথেই 'আহলুস সুফফাহ'-তে যোগ দেন।

তাঁদের কাজ ছিল—

> ইলম অর্জন

> মানুষকে ইসলাম শেখানো

> রাসুল ﷺ-এর দাওয়াতি মিশনে অংশ নেয়া

"আমি ছিলাম আহলুস সুফফাহর একজন।"

এখানে তিনি পূর্ণ সময় দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত ছিলেন।
তিনি তিন বছর রাসুল ﷺ-এর কাছাকাছি থাকেন, আর এই তিন বছরে তিনি হাজার হাজার হাদিস সংগ্রহ করেন।
রাসূল ﷺ তাঁর জন্য বিশেষ দোয়া করেন—
“হে আল্লাহ! তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা দাও এবং মানুষকে তাঁর কাছে আকর্ষণ করো।”

এরফলে তিনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন—
“আমি অভিযোগ করলাম যে আমি হাদিস ভুলে যাই।
তখন রাসুল ﷺ আমার চাদর মেলে ধরতে বললেন।
আমি ধরলাম, তিনি সেখানে কিছু রাখার মতো অঙ্গভঙ্গি করলেন।
তারপর বললেন—‘এটি মুড়িয়ে নাও।’
তারপর থেকে আমি কিছুই ভুলিনি।”
— *সহিহ বুখারি, ১১৯*
এই অলৌকিক ঘটনা তাঁকে পরিণত করে সর্বোত্তম দাঈ ও বর্ণনাকারীতে।
আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর ধর্মপ্রচার ছিল কুরআন ও হাদিস প্রচারের মাধ্যমে।
তিনি বলতেন—
“আমি রাসুল ﷺ–এর কাছ থেকে যে জ্ঞান পেয়েছি, তা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই আমার জীবন–মিশন।”
“মানুষ আমার থেকে এত হাদিস নেয় কারণ আমি সবসময় রাসুল ﷺ–এর সাথে থাকতাম।”

তিনি মসজিদে নিয়মিত হাদিস শেখাতেন, প্রশ্নের উত্তর দিতেন, আমল করতেন এবং অন্যদেরও শেখাতেন।
ইসলাম গ্রহণের পর তিনি তাঁর গোত্র দাওসদের কাছে ফিরে গিয়ে তাওহীদের দাওয়াত দেন। এটি তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতি কাজ।
দাওস গোত্র দেরিতে ইসলাম গ্রহণ করে। পরে তারা সবাই ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনা চলে আসে।

তিনি শুধু হাদিস সংগ্রহই করেননি, বরং শেখাতেনও।

অসংখ্য তাবেঈ তাঁর ছাত্র হয়েছেন—

> ইবনে সিরিন
> সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব
> হাসান আল-বাসরী
> নুআয়ম
> আবু সালেহ ইত্যাদি

তাঁদের মাধ্যমে পরবর্তীকালে দাওয়াত পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে।

আবু হুরাইরা (রাঃ) আমলে ছিলেন অদ্বিতীয়।

তিনি নিয়মিত—

> প্রতি তিন দিনে কুরআন খতম
> দিনভর দাওয়াত
> রাত্রে তাহাজ্জুদ
> সপ্তাহে কয়েক দিন রোযা

এগুলো মানুষের উপর গভীর প্রভাব ফেলত। তিনি রাতে স্ত্রী ও ছেলেকে জাগাতেন এবং তিনজন মিলেই কুরআন পড়তেন।

আবু হুরাইরা (রাঃ) জানতেন— দাওয়াতের দরজা হলো ভালোবাসা।

তিনি বলতেন—

"যদি মানুষ জানত আমাদের কোন কাজে কত সওয়াব আছে, তারা আমাকে অনুসরণ করতে দৌড়ে আসত।"

তিনি দাওয়াত দিতেন—

- ✔ হাসিমুখে
- ✔ কোমলভাবে
- ✔ মিষ্টি কণ্ঠে

সেই কারণে মানুষ তাঁকে ভীষণ ভালোবাসত।

মূল শিক্ষা: দাওয়াত কেবল ভাষণে নয়, জ্ঞান প্রচারেও নিহিত

সংক্ষেপে বলা যায়

সাহাবারা ছিলেন এমন দাঈ, যারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বলেছেন —

" قُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا"

"বল, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই – তবেই সফল হবে।"

অধ্যায় ১০ : মহিলা সাহাবিদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে ভূমিকা

১০.১: মহিলা সাহাবিদের দাওয়াতি ভূমিকা

খাদিজা (রাঃ)

প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। নবী ﷺ প্রথম ওহি পাওয়ার পর যখন চিন্তিত ও উৎকণ্ঠিত ছিলেন, তখন খাদিজা (রাঃ) তাঁর ঈমানদৃঢ়তা ও মনোবল দিয়ে নবীকে সান্ত্বনা দেন এবং ইসলামের বার্তা প্রচারে সহযোগিতা করেন। তাঁর সাহস ও সমর্থনই দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে এক বিশাল প্রেরণা ছিল।

ইসলাম আসার প্রথম মুহূর্তে নবী ﷺ-কে আত্মিক সাহস জুগিয়েছেন।

তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ মহলে ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

যখন নবী ﷺ প্রথম ওহি পেয়ে আতঙ্কিত হন, তখন খদিজা (রাঃ) তাঁকে শান্ত করেন এবং প্রথম তাঁর আস্থাশীল সমর্থক হন।

ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে নিয়ে যাওয়া এবং ইসলামের সত্যতা যাচাইয়ে সহযোগিতা করা।

আয়িশা (রাঃ)

উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাঃ) ছিলেন ইসলামী জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার। তিনি নবী ﷺ-এর হাদীস, আদর্শ ও দাওয়াতের পদ্ধতি শত শত সাহাবি ও তাবেঈনদের শেখান। বিশেষ করে নারীদের মাঝে ইসলামের শিক্ষা ছড়িয়ে দেন।

ইসলামের অন্যতম বড় আলেমা—২২০০+ হাদিস বর্ণনা করেছেন।

নারী শিক্ষায় সবচেয়ে বড় অবদান তাঁর।

বহু সাহাবী ও তাবেঈন তাঁর কাছে হাদিস ও শরিয়তের মাসালা শিখেছেন

যুদ্ধ-উহুদ থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক, ইবাদত-সংক্রান্ত অসংখ্য বিষয়ে নবী ﷺ-এর কর্মপন্থা মুসলিম সমাজে পৌঁছাতে তিনি মূল ভূমিকা পালন করেন।

সুমাইয়া (রাঃ)

ইসলামের প্রথম শহীদা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে কঠিন নির্যাতন সহ্য করেন, কিন্তু সত্য থেকে পিছু হটেননি। তাঁর ঈমান ও দৃঢ়তা দাওয়াতের পথে ধৈর্যের প্রতীক হয়ে ওঠে।

আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)

হিজরতের সময় নবী ﷺ ও আবু বকর **(রাঃ)**-কে সহযোগিতা করে বিশাল সাহসিকতার পরিচয় দেন। দাওয়াতি কাজের জন্য ত্যাগ ও বুদ্ধিমত্তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

হিজরতের সময় সাহসী ভূমিকা মুসলমানদের হৃদয়ে ঈমানি শক্তি বাড়ায়।

সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়চেতা নারীর উদাহরণ।

হিজরতের রাত গুহায় (সওর) অবস্থানরত নবী ﷺ ও আবু বকর (রাযি.)–এর কাছে খাবার ও পানি পৌঁছে দেওয়া।

আবু জাহল তাঁর উপর অত্যাচার করলেও সত্য থেকে ফেরেননি।

উম্মে সালামা (রাঃ)

তিনি ইসলামের প্রথম হিজরতের (হাবাশার দিকে) অংশ নেন এবং সেখানে ইসলামের বার্তা প্রচারে অবদান রাখেন। পরবর্তীতে নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী হয়ে ইসলামী আইন ও দাওয়াতি শিক্ষা প্রচারে বিশাল ভূমিকা রাখেন।

হিজরত–ইথিওপিয়া ও হিজরত–মদিনা—দুটি বড় পরীক্ষায় ধৈর্য ধরে মুসলিমদের অনুপ্রাণিত করেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানী, হাদিস বর্ণনাকারী এবং নারীদের ধর্মীয় পরামর্শদাতা। হুদায়বিয়ার ঘটনায় তিনি নবী ﷺ–কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেন, যার ফলে মুসলমানরা তাঁর নির্দেশ শান্তভাবে পালন করে।

.ফাতিমা (রাঃ)

প্রথম যুগে অত্যাচারিত মুসলমানদের সাহস জুগিয়েছেন।

সরাসরি দাওয়াত না করলেও আদর্শ ইসলামী চরিত্রের অনন্য উদাহরণ হয়ে দাওয়াতের বড় মাধ্যম।

কাবায় নবী ﷺ–কে কুরাইশরা কষ্ট দিলে তিনি এসে তা পরিষ্কার করেন, সাহস যোগান।

উম্মে আম্মারা (নুসাইবা বিনতে কা'আব) (রাঃ)

নারীদের মাঝে ইসলাম প্রচার ও সাহসিকতার দৃষ্টান্তের মাধ্যমে দাওয়াত।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে মুসলিমদের মনে ঈমান স্থির করেছেন।

যুদ্ধ-উহুদে নবী ﷺ–কে রক্ষা করতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পান—তবু পিছপা হননি।

রুমাইসা (উম্মে সুলায়ম) (রাঃ)

স্বামী আবু তালহাকে ঈমানের দাওয়াত দিয়ে ইসলাম গ্রহণে বড় ভূমিকা রাখেন।

দাওয়াত–ইসলাম ও শিশু শিক্ষায় তাঁর অবদান অনন্য।

ফাতিমা বিনতে খত্তাব (রাঃ)

উমর (রাঃ)-এর বোন ও তার স্বামী *খব্বাব ইবন আরাত (রাঃ)* এর কাছ থেকে কুরআন শিখছিলেন। তারা ত্বা-হা সুরার আয়াত পড়ছিলেন। কুরআনের শিক্ষার এ কাজ গোপনে চলছিল।

উমর (রাঃ) রেগে গিয়ে বোনের ঘরে ঢোকেন এবং ইসলামের ব্যাপারে তর্ক শুরু হয়। রাগের মাথায় তিনি তাঁর ভগ্নিপতিকে আঘাত করেন এবং বোন তাঁকে থামাতে গেলে তাকেও আঘাত করেন।

এই আঘাতে তাঁর বোনের মুখ থেকে রক্ত বের হতে দেখে উমর (রাঃ)-এর হৃদয় নরম হয়ে যায়।

ফাতিমা (রাঃ) দৃঢ়ভাবে বলেন:

"হ্যাঁ, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। তুমি যা খুশি করতে পারো, আমরা আমাদের ঈমান ছাড়বো না।"* এই দৃঢ়তা উমর (রাঃ)-কে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

উমর (রাঃ) তখন জানতে চান, তারা যা পড়ছিলেন সেটি তাকে দেখতে দেওয়া হোক। বোন ফাতিমা (রাঃ) বলেন যে তিনি পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারবেন না। উমর (রাঃ) গোসল করে ফিরে আসেন এবং *সূরা ত্বা-হা* এর আয়াত পড়া শুরু করেন। আয়াতগুলো পড়তেই উমর (রাঃ)-এর হৃদয় গলে যায়।

তিনি বলেন:

"এই বাণী কতই না সুন্দর, কতই না মহিমান্বিত!"*

ফাতিমা (রাঃ) তখন তাকে নবী ﷺ–এর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

পরবর্তীতে উমর (রাঃ) দারুল আরকামে গিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ–এর হাতে বায়আত করেন এবং ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবি হিসেবে ইতিহাসে স্থান করে নেন।

> তাঁর সাহস, ধৈর্য ও ঈমান উমর (রাঃ)-এর হৃদয় পরিবর্তনের প্রধান মাধ্যম হয়েছিল।

“মহিলা সাহাবিরা শুধু ধর্মীয় শিক্ষাই দেননি,
তারা ইমান, ত্যাগ, সাহস, জ্ঞান ও চরিত্রের মাধ্যমে দাওয়াতের এমন উদাহরণ তৈরি করেছেন, যা আজও মুসলিম নারীদের অনুপ্রেরণা দেয়।

১০.২: মহিলা সাহাবিদের দাওয়াতি চেতনার বৈশিষ্ট্য

ঈমান ও ত্যাগের দৃঢ়তা – দাওয়াতের জন্য নির্যাতন, নির্বাসন, এমনকি মৃত্যুকেও তাঁরা ভয় পাননি।

জ্ঞান ও শিক্ষা প্রসার – তাঁরা কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শেখাতেন এবং নারী সমাজকে শিক্ষিত করতেন।

নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন – তাঁদের জীবন ছিল চরিত্র ও আদর্শের জীবন্ত উদাহরণ।

সহযোগিতামূলক ভূমিকা – নবী ﷺ ও সাহাবিদের দাওয়াতি কাজের সহায়ক হিসেবে কাজ করেছেন।

পরিবার ও সমাজে প্রভাব – তাঁরা নিজেদের সন্তানদের আল্লাহর পথে দাওয়াতের জন্য প্রস্তুত করতেন।

১০.৩: মহিলা সাহাবিদের দাওয়াতি কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক

গোপন দাওয়াতের যুগে অবদান
ইসলাম শুরুর সময় যখন দাওয়াত ছিল গোপন, তখন অনেক মহিলা সাহাবি নিরবে ইসলাম গ্রহণ করে তাদের পরিবারের সদস্যদের ইসলাম গ্রহণে উৎসাহ দিতেন। তাঁরা নিজেদের ঘরকে দাওয়াতের কেন্দ্র বানিয়ে তাতে নারীদের ইসলামী শিক্ষা দিতেন।

মদিনা পর্বে দাওয়াতি ভূমিকা
হিজরতের পর মদিনায় মহিলা সাহাবিরা নবী ﷺ-এর মসজিদে শিক্ষালাভ করতেন এবং অন্য নারীদের কাছে ইসলাম শেখাতেন।

উম্মে আতিয়া (রাঃ), রুবাইয়্যি বিনতে মুআবিয (রাঃ), প্রমুখ নারী সাহাবিরা যুদ্ধকালীন সময় দাওয়াত, সেবা ও মনোবল বৃদ্ধিতে কাজ করতেন।

সমাজ সংস্কারে ভূমিকা

তাঁরা দাওয়াতের মাধ্যমে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অন্যায় রীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান। ইসলামী পরিবার গঠনের মাধ্যমে সমাজে ঈমানি চেতনা ছড়িয়ে দেন।

১০.৪: মহিলা সাহাবিদের দাওয়াতি চরিত্র ও গুণাবলি

সাহস ও আত্মত্যাগ – তারা আল্লাহর পথে যে কোনো ত্যাগে প্রস্তুত ছিলেন।

আখলাক ও আদর্শের দাওয়াত – নিজেদের চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতেন।

ধৈর্য ও দৃঢ়তা – নির্যাতন, দুঃখ-কষ্টেও ঈমানের পথে অটল ছিলেন।

শিক্ষাদান ও পরামর্শ – নারী সমাজে ধর্মীয় প্রশ্নের উত্তর দিতেন, সঠিক জ্ঞান প্রচার করতেন।

দাওয়াতের কৌশল ও প্রজ্ঞা (হিকমাহ) – কাকে কীভাবে আহ্বান করতে হয়, তা তারা অত্যন্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে করতেন।

১০.৫: মহিলা সাহাবিদের দাওয়াতি কাজের ফলাফল

তাঁদের মাধ্যমে বহু নারী ইসলাম গ্রহণ করেছে।

নবী ﷺ-এর মৃত্যুর পরও তাঁরা হাদীস, কুরআন শিক্ষা ও ইসলামী নির্দেশ প্রচারে কাজ করেছেন।

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের মাঝে এক ন্যায্য ও আলোকিত সমাজ গঠনে ভূমিকা রেখেছে—যার ভিতর এই সাহাবিয়াদের অবদান অনস্বীকার্য।

১০.৬: বর্তমান যুগে শিক্ষণীয় দিক

আজকের মুসলিম নারীরা মহিলা সাহাবিদের দাওয়াতি চেতনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে—

জ্ঞান অর্জন ও তা প্রচারে সক্রিয় হতে পারেন,

সমাজে নৈতিকতা ও ইসলামি মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে পারেন,

পরিবারে সন্তানদের ঈমানি চেতনায় গড়ে তুলতে পারেন,

দাওয়াতি কাজের নৈতিক সাহস ও ধৈর্য ধারণ করতে পারেন।

১০.৭: গুরুত্বপূর্ণ কিছু মহিলা সাহাবির নাম যাঁরা দাওয়াতে সক্রিয় ছিলেন

সাহাবিদের নাম	দাওয়াতি অবদান
খাদিজা (রাঃ)	প্রথম ঈমানদার ও নবীর সহযাত্রী
আয়িশা (রাঃ)	হাদীস শিক্ষা ও নারী সমাজে জ্ঞান প্রচার
সুমাইয়া (রাঃ)	প্রথম শহীদা; ধৈর্য ও ত্যাগের প্রতীক
আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ)	হিজরতে সহযোগিতা ও সাহসিকতা
উম্মে আতিয়া (রাঃ)	যুদ্ধে সেবা ও মনোবল বৃদ্ধি
রুবাইয়্যি বিনতে মুআবিয (রাঃ)	নারী শিক্ষার দাওয়াত ও সমাজসেবা

১০.৮: বর্তমান যুগে তাঁদের দাওয়াতি চেতনা বাস্তবায়নের উপায়

> ইসলামী শিক্ষা ও তিলাওয়াত চর্চা বৃদ্ধি
> সোশ্যাল মিডিয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে দাওয়াতি কার্যক্রম চালানো
> পরিবারকে ঈমানি ও নৈতিক শিক্ষার কেন্দ্র বানানো
> আচরণ ও চরিত্রে ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ করা

মহিলা সাহাবিদের দাওয়াতি কাজ থেকে বর্তমান যুগের শিক্ষাঃ

মহিলা সাহাবিয়ারা শুধু ঘরোয়া জীবনের অংশ ছিলেন না—বরং ঈমান, ত্যাগ, জ্ঞান, সাহস, চরিত্র ও সমাজসেবার মাধ্যমে তাঁরা এমন দাওয়াতি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন, যা আজকের আধুনিক মুসলিম নারীদের জন্য অনুপ্রেরণার সর্বোচ্চ উৎস।

শিক্ষিত নারীই সত্যিকারের দাওয়াতের ভিত্তি
আয়িশা (রাঃ) ছিলেন নারীসমাজের সবচেয়ে বড় আলেমা।
বর্তমান যুগে নারীদের কুরআন-সুন্নাহ সহ ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষায় পারদর্শী হওয়া জরুরি।
জ্ঞান ছাড়া দাওয়াত অসম্পূর্ণ এবং অনেক সময় ক্ষতিকরও হতে পারে।

>দাওয়াতের সবচেয়ে বড় ক্ষেত্র পরিবার
উম্মে সুলায়ম (রাঃ) স্বামী আবু তালহাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহ তাকে মুসলমান বানিয়েছেন।
আজ নারীরা সন্তানের প্রথম মাদরাসা, স্বামীর পরামর্শদাতা, ঘরের শিক্ষিকা।
পরিবারে সঠিক ঈমান-মানস গঠনে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে প্রভাবশালী।

>দাওয়াত চরিত্রের মাধ্যমে বেশি সফল হয়, খদিজা (রাঃ) তাঁর আদর্শ ও কোমলতার মাধ্যমে নবী ﷺ-এর পাশে সবচেয়ে বড় সমর্থন ছিলেন।
আজকের সমাজেও কোমলতা, সহানুভূতি, সততা, ধৈর্য—এসবই নারীর দাওয়াতকে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দেয়।
দাওয়াতি কথা বলার চেয়ে দাওয়াতি আচরণ বেশি প্রভাব ফেলে।

>দাওয়াতে সাহস ও দৃঢ়তা অপরিহার্য
আসমা (রাঃ) হিজরতের সময় জীবন ঝুঁকি নিয়ে দাওয়াতের পথ সুগম করেছিলেন।
সত্য প্রতিষ্ঠায় সাহসী হতে হবে।
সমালোচনা, বাধা, উপহাস—এসবের সামনে ভয় না পেয়ে ঈমানের কথা বলার শক্তি অর্জন করতে হবে।

>উম্মে আম্মারা (রাঃ) যুদ্ধে আহতদের সেবা দিয়ে ঈমানের দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন।
বর্তমান নারীরা শিক্ষামূলক কাজ, স্বেচ্ছাসেবা, অসহায়দের সাহায্য, স্বাস্থ্যসেবা—এসব কাজের মাধ্যমে শক্তিশালী দাওয়াত দিতে পারে। মানুষের উপকারই দাওয়াতের বড় মাধ্যম।

>দাওয়াতে ধৈর্য ও ইতিবাচকতা জরুরি, উম্মে সালামা (রাঃ) হিজরত–ইথিওপিয়ার কষ্ট সহ্য করে মুসলিম নারীদের জন্য ধৈর্যের উদাহরণ রেখেছিলেন।
আজকের যুগে ঘর-সংসারের চাপ, কাজের ব্যস্ততা, সামাজিক বাধা—সবকিছুর মাঝেও ধৈর্য ধরে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে হবে।
>নারী দাওয়াতে শালীনতা ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ
সাহাবিয়ারা কখনও প্রদর্শনবাহিনী তৈরি করেননি; তারা শালীনতা, সম্মান ও জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
সোশ্যাল মিডিয়ার যুগেও দাওয়াত হতে হবে শালীন, পরিমিত ও সম্মানজনক।
দাওয়াত মানে জনপ্রিয়তা নয়; দাওয়াত মানে মানুষের হৃদয় পরিবর্তন।

>নারীরা দাওয়াতে দলগতভাবে বড় ভূমিকা রাখে, মদিনায় সাহাবিয়ারা শিশু, নারী ও নবমুসলিমদের জন্য আলাদা শিক্ষা ও সমর্থনের দল গঠন করেছিলেন।
আজ নারীরা অনলাইন হালাকা, ইসলামিক বুক ক্লাব, মা–সন্তান ক্লাস—এসব মাধ্যমে দাওয়াতকে সংগঠিত করতে পারে।

সারসংক্ষেপ
মহিলা সাহাবিদের দাওয়াত আমাদের শেখায়—
জ্ঞান, চরিত্র, পরিবার, সাহস, ধৈর্য, শালীনতা এগুলোই নারীর দাওয়াতের প্রকৃত শক্তি।
আজকের যুগে মুসলিম নারীরা যদি এই গুণগুলো নিজেদের জীবনে ধারণ করতে পারে, তাহলে সমাজে শান্তি, নৈতিকতা ও ঈমানের শক্তিশালী পরিবর্তন আসতে পারে—যেমনটি সাহাবিয়াদের যুগে হয়েছিল।

অধ্যায় ১১: সাহাবাদের দাওয়াতের মূল পদ্ধতি

১১.১: ঈমান ও তাওহিদের আহ্বান

সাহাবারা দাওয়াতের সূচনা করতেন আল্লাহর একত্ব (তাওহিদ) থেকে।
তাঁরা মানুষের হৃদয়ে আল্লাহভীতি ও পরকালের জবাবদিহিতার বোধ জাগিয়ে তুলতেন।

কুরআনের আয়াত ও নবীর বাণী ব্যবহার করে আল্লাহর মহত্ত্ব তুলে ধরতেন।

"হে আমার জাতি! তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো; তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো উপাস্য নেই।"
— (সূরা আ'রাফ ৭:৫৯)

১১.২: নবুয়ত ও রিসালতের স্বীকৃতি প্রচার

সাহাবারা মানুষকে শেখাতেন যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর প্রেরিত নবী ও সর্বশেষ রাসূল।

তাঁরা নবীর আদর্শ ও সুন্নাহ-র মাধ্যমে ইসলামকে বুঝতে আহ্বান করতেন।

১১.৩: আখলাক ও চরিত্রের দাওয়াত

সাহাবারা শুধু কথার মাধ্যমে নয়, নিজের চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করতেন।

সততা, ন্যায়, দয়া, নম্রতা, ও সহমর্মিতায় তাঁরা দাওয়াতের বাস্তব রূপ দেখাতেন।

নবী ﷺ বলেছেন: "আমি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি।"

১১.৪: ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও নরম আচরণের মাধ্যমে দাওয়াত

সাহাবারা দাওয়াত দিতেন আন্তরিক ও বন্ধুসুলভভাবে, কারও অপমান না করে।

তাঁরা প্রথমে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতেন, তারপর সত্যের দিকে আহ্বান করতেন।

উদাহরণ:
মুসআব ইবন উমাইর (রাযি.) মদীনায় গিয়ে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আলোচনা মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে ইসলাম গ্রহণে আহ্বান করেন।

১১.৫: কুরআন ও হিকমাহ (প্রজ্ঞা) ভিত্তিক দাওয়াত

সাহাবারা কুরআনের আয়াত ব্যবহার করে মানুষের হৃদয়ে প্রভাব ফেলতেন।
তাঁরা তর্ক বা বিতর্ক নয়, বরং হিকমাহ ও উপযুক্ত সময়ে কথা বলতেন।

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

আপন পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দ যুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জ্ঞাত রয়েছেন, যে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে।
— (সূরা নাহল আয়াত:১২৫)

১১.৬: দাওয়াত ও আমলের একতা

সাহাবারা শুধু দাওয়াত দিতেন না, নিজেরা সেই আমলও করতেন।

তাদের জীবন ছিল দাওয়াতের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

তাঁদের মধ্যে “কথা ও কাজের সামঞ্জস্য” ছিল দাওয়াতের মূল শক্তি।

১১.৭: ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে দাওয়াত

দাওয়াতের পথে তাঁরা নির্যাতন, নির্বাসন ও যুদ্ধ সহ্য করেছেন, কিন্তু কখনও সত্য থেকে পিছু হটেননি।

তাঁদের ধৈর্য ও আত্মত্যাগের ফলেই ইসলাম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছায়।

১১.৮: পর্যায়ক্রমে দাওয়াত দেওয়া

নবী ﷺ যেমন দাওয়াতের ধাপ অনুসরণ করেছিলেন—প্রথমে তাওহিদ, তারপর সালাত, তারপর সমাজ সংস্কার—সাহাবারাও একই ক্রম অনুসরণ করেছেন।

তাঁরা মানুষের অবস্থা বুঝে ধীরে ধীরে ইসলাম ব্যাখ্যা করতেন।

১১.৯: দাওয়াতের জন্য ভ্রমণ ও প্রেরণার মাধ্যমে প্রচার

সাহাবারা ইসলাম প্রচারের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন।

কেউ সিরিয়া, কেউ ইয়েমেন, কেউ মিসর, কেউ পারস্যে গিয়েছেন দাওয়াত দিতে।

তাঁদের দাওয়াতি সফরগুলোই পরবর্তীতে ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে।

১১.১০: সমাজের সব স্তরের মানুষের প্রতি আহ্বান

সাহাবারা কেবল অভিজাতদের নয়, গরিব, দাস, নারী, শিশু—সবার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতেন।

তাঁরা বুঝতেন, ইসলাম সবার জন্য সমান বার্তা নিয়ে এসেছে।

১১.১১: পরামর্শ ও দলীয় দাওয়াত

সাহাবারা দলবদ্ধভাবে কাজ করতেন, পারস্পরিক পরামর্শ নিতেন ।

তাঁদের ঐক্যই দাওয়াতের শক্তি বাড়িয়ে দেয়।

১১.১২: অন্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল দাওয়াত

তাঁরা কঠোর বিতর্কে না গিয়ে, শ্রদ্ধা ও যুক্তিনির্ভরভাবে ইসলাম ব্যাখ্যা করতেন।

দাওয়াতের লক্ষ্য ছিল পরাজিত করা নয়, বরং আলোকিত করা।

সাহাবাদের দাওয়াত ছিল—

আখলাক, জ্ঞান, ধৈর্য, প্রজ্ঞা, ও ত্যাগের সমন্বিত দাওয়াত।

তাঁরা ইসলামের বার্তা শুধু মুখে নয়, জীবনে বাস্তবায়ন করেছিলেন।

তাঁদের দাওয়াতি পদ্ধতিই আজকের দাওয়াত কর্মীদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ।

অধ্যায় ১২: সাহাবাদের দাওয়াত পদ্ধতি থেকে বর্তমান যুগের শিক্ষা এবং গুরুত্ব

ইসলামের দাওয়াত বা আহ্বান কেবল ইতিহাস নয়, এটি এক চলমান দায়িত্ব।
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর সাহাবারা (رضي الله عنهم) ইসলামের দাওয়াতকে বিশ্বের কোণে কোণে পৌঁছে দেন।
তাঁদের দাওয়াত ছিল জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আখলাক ও ত্যাগের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ। আজকের যুগে, তাঁদের সেই দাওয়াতি চেতনা ও পদ্ধতি অনুসরণ করা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি

১২.১: বর্তমান যুগে দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা

আজকের সমাজে—

- ঈমান ও নৈতিকতার দুর্বলতা,
- বস্তুবাদ ও স্বার্থপরতা,
- বিভক্তি ও হিংসা,
- ধর্মীয় অজ্ঞতা—

  এসব বেড়ে যাওয়ায় দাওয়াতের গুরুত্ব আরও বেড়েছে।

দাওয়াত শুধু কাউকে মুসলমান বানানো নয়; বরং মানুষকে আল্লাহভীতি, ন্যায়, ও নৈতিকতার পথে ফিরিয়ে আনা — এটাই মূল উদ্দেশ্য।

১২.২: সাহাবাদের দাওয়াত পদ্ধতি থেকে পাওয়া শিক্ষা

দাওয়াত শুরু হবে নিজের থেকে

- সাহাবারা আগে নিজেদের জীবনকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতেন।

- নিজের আমল, আখলাক ও আচরণের মাধ্যমে মানুষকে আকৃষ্ট করতেন।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

মুমিনগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল?

—

(সূরা আস-সাফ আয়াত:২)

শিক্ষা: দাওয়াতের আগে আমাদের নিজেদের চরিত্র, নামাজ, সততা ও নৈতিকতা ঠিক করতে হবে।

নরম আচরণ ও প্রজ্ঞার দাওয়াত (হিকমাহ)

- সাহাবারা কাউকে জোর করে দাওয়াত দিতেন না, বরং কোমলতা ও ভালোবাসার মাধ্যমে আহ্বান করতেন।

- তাঁরা সময়, ব্যক্তি ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলতেন।

শিক্ষা: আজকের যুগে সোশ্যাল মিডিয়া বা মঞ্চে কঠোর সমালোচনার বদলে প্রজ্ঞা ও সহনশীলতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

তাওহিদ ও ঈমানকেন্দ্রিক দাওয়াত

- সাহাবাদের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল “আল্লাহর একত্ব” ও “নবীর আনুগত্য।”

- তাঁরা মানুষের দৃষ্টি ফেরাতেন আল্লাহর দিকে, কোনো ব্যক্তি বা জাতির দিকে নয়।

শিক্ষা: বর্তমান সমাজে বিভক্ত চিন্তাধারা, মতবাদের উপরে উঠতে হবে—
দাওয়াতের কেন্দ্র হবে আল্লাহভীতি ও আখলাক।

ধৈর্য, ত্যাগ ও স্থিতিশীলতা

- সাহাবারা নির্যাতন, নির্বাসন, ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু দাওয়াতের কাজ ছাড়েননি।

- তাঁদের ধৈর্যই ইসলামের বিজয়ের ভিত্তি।

শিক্ষা: দাওয়াতের পথে আজও প্রতিবন্ধকতা থাকবে, কিন্তু ধৈর্য ও নিয়মিত প্রচেষ্টা ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়।

দাওয়াতের জন্য ভ্রমণ ও পরিশ্রম

- সাহাবারা ইসলামের বার্তা ছড়াতে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে গিয়েছেন।

- তাঁরা নিরলসভাবে প্রচার করেছেন, প্রতিদান চেয়েছেন শুধু আল্লাহর কাছ থেকে।

শিক্ষা: আজকের যুগে আমাদেরও প্রযুক্তি, গণমাধ্যম, শিক্ষা ও সমাজসেবার মাধ্যমে দাওয়াত পৌঁছাতে হবে—বিশ্বজুড়ে।

দলীয় ঐক্য ও সহযোগিতা

- সাহাবারা কখনো ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিলেন না; তাঁরা একে অপরকে সাহায্য করতেন, পরামর্শ নিতেন।

শিক্ষা: দাওয়াতি কাজ সফল করতে উম্মাহর মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতা অপরিহার্য।

দাওয়াতের কেন্দ্র ছিল আখলাক ও মানবতা

- তাঁরা মানুষকে ভালোবাসতেন, দাস, দরিদ্র, অমুসলিম — সবাইকে ন্যায় দিতেন।

- তাঁদের এই মানবিক দাওয়াতই হৃদয় জয় করেছিল।

শিক্ষা: বর্তমান যুগে দাওয়াতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো "চরিত্র ও মানবিকতা।"

১২.৩ বর্তমান যুগে সাহাবাদের দাওয়াতি চেতনার গুরুত্ব

সাহাবারা সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহসী ছিলেন; বিরোধিতা, কষ্ট কিংবা অপমান তাদের থামাতে পারেনি।
আজকের যুগে যখন সত্য–মিথ্যার মিশ্রণ প্রচণ্ড, তখন সাহাবীদের মতো তথ্যভিত্তিক, শান্তিপূর্ণ ও নৈতিক অবস্থান নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
সাহাবারা শুধুমাত্র কথা দিয়ে নয়—চরিত্র, আচরণ, ন্যায়, দয়া ও সততা দিয়ে মানুষকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতেন।
বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয় গভীর; তাই তাদের আদর্শ গ্রহণ করে আচরণ–ভিত্তিক দাওয়াত সবচেয়ে কার্যকর।
তারা কুরআন-সুন্নাহর প্রকৃত মর্ম বুঝে, মানুষের অবস্থা অনুযায়ী কথা বলতেন।
আজকের ভুল তথ্যপূর্ণ জগতে সঠিক জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া সাহাবীদের পথনির্দেশ।
সাহাবারা ভিন্ন মতের মানুষের সঙ্গে সংলাপ করতেন ধৈর্য ও সৌজন্য বজায় রেখে।
আজকের বিভাজনময় সময়ে সহিষ্ণু, ইতিবাচক ও সংলাপ-নির্ভর দাওয়াত অত্যন্ত প্রয়োজন।
খুলাফায়ে রাশেদীনসহ অনেক সাহাবা ইসলামের দাওয়াত নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়েছেন—একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক সভ্যতা গঠনে কাজ করেছেন।

আজ যখন বিশ্ব একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত, তখন বৈশ্বিক মানবকল্যাণের দৃষ্টি সাহাবীদের থেকে শিক্ষা নেওয়া জরুরি।
দাওয়াত তাদের কাছে ব্যক্তি লাভ বা স্বীকৃতির জন্য ছিল না; ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য।
সাহাবারা শুধু ভাষণের মানুষ ছিলেন না; কাজ, ত্যাগ, সেবা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা তাদের দাওয়াতের অংশ।
আধুনিক সময়ে দাওয়াতকে সামাজিক সেবা, মানবিক কার্যক্রম, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা–এর সঙ্গে যুক্ত করা প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে সাহাবাদের দাওয়াতি চেতনা হলো—

নববী পদ্ধতিতে সত্য, চরিত্র, জ্ঞান, ধৈর্য, মানবতা ও সৎসাহসের ভিত্তিতে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা।

সাহাবাগণের দাওয়াত ছিল নিছক কিছু বক্তব্য, মজলিস বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা নয়—বরং একটি পূর্ণ জীবনব্যাপী আন্দোলন, যেখানে ঈমান, ত্যাগ, জ্ঞান, চরিত্র, সাহস এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা একত্রে মিলিত হয়েছিল। তারা যে দাওয়াত প্রদর্শন করেছেন, তা ছিল শব্দের চেয়ে কাজের দাওয়াত, তর্কের চেয়ে চরিত্রের দাওয়াত, এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির দাওয়াত।

মহানবী ﷺ-এর শিক্ষা অনুসারে সাহাবারা দাওয়াতকে নিজেদের দায়িত্ব নয়—বরং অবিচ্ছেদ্য জীবনধারা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তারা বুঝেছিলেন, ইসলাম শুধু গ্রহণ করার বিষয় নয়; বরং তা মানুষের অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার এক অবিরাম দায়িত্ব। ফলে তাঁদের দাওয়াতি কার্যক্রম ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়—সকল পর্যায়ে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

> দাওয়াত ছিল আমল-চরিত্রসমৃদ্ধ

সাহাবারা কথায় যেমন উস্তাদ ছিলেন, তেমনি কাজে ছিলেন তার দ্বিগুণ উজ্জ্বল। সৎ চরিত্র, ন্যায়বোধ, সত্যবাদিতা এবং ধৈর্য—সবই তাদের দাওয়াতকে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করেছিল। তাদের জীবনে দ্বিমুখিতা ছিল না, প্রচার ও আচরণে বৈপরীত্য ছিল না।

> দাওয়াত ছিল ত্যাগ-সাহসের সাথে জড়িত

ইসলামের প্রাথমিক যুগে দাওয়াত মানেই ছিল অত্যাচার, নির্যাতন, সামাজিক বর্জন, দেশত্যাগ ও জীবনবাজি রেখে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সাহাবারা দাওয়াত থেকে পিছিয়ে যাননি; বরং প্রতিটি পরীক্ষায় প্রমাণ করেছেন যে সত্য প্রতিষ্ঠা ত্যাগ ছাড়া সম্ভব নয়।

> জ্ঞান ছিল দাওয়াতের প্রধান অস্ত্র

হোক তা আবু বকর (রাঃ) এর নরম দাওয়াত, উমর (রাঃ) এর দৃঢ় দাওয়াত, আলী (রাঃ) এর প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত, বা আয়িশা (রাঃ) -র জ্ঞানভিত্তিক দাওয়াত—সবকিছুই ছিল কুরআন-সুন্নাহর গভীর জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত। তাঁরা জানতেন যে অজ্ঞতা কখনো সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।

> নারী সাহাবিয়াও দাওয়াতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন

তাদের দাওয়াত ছিল পরিবারে, শিশুদের মাঝে, নারীসমাজে এবং কখনো প্রত্যক্ষভাবে সমাজে। হিজরত, শিক্ষা, সাহস, আদর্শ আচরণ—সব স্থানেই তারা জলন্ত প্রদীপের মতো ইসলামের আলো ছড়িয়েছেন। খদিজা, আয়িশা, উম্মে সালামা, আসমা, উম্মে আম্মারা—প্রত্যেকে ছিলেন দাওয়াতের একেকটি বিশাল স্তম্ভ।

> দাওয়াত ছিল ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবধর্মী

তারা জানতেন যে মানুষের মন জয়ের জন্য কোমলতা প্রয়োজন; আবার কখনো সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়তাও প্রয়োজন। এই ভারসাম্যপূর্ণ দাওয়াতই পরবর্তীতে ইসলামের ভূখণ্ড প্রসার ও মানুষের ব্যাপক হৃদয় পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছিল।

> দাওয়াত ছিল দলগত, সংগঠিত ও লক্ষ্যনির্ধারিত

সাহাবারা শুধু একা দাওয়াত দেননি; বরং দলগতভাবে, পরামর্শের ভিত্তিতে, নবী ﷺ-এর নির্দেশনা অনুসারে একটি সংগঠিত দাওয়াতি কাঠামো তৈরি করেছিলেন—যার ফলে ইসলাম অল্প সময়েই বিশ্বের বৃহৎ অংশে ছড়িয়ে যায়।

> সারসংক্ষেপ

সাহাবা ও সাহাবিয়াদের দাওয়াত ছিল জীবন্ত ইসলামের প্রতিচ্ছবি। তারা দাওয়াতকে মুখস্থ বাণী বা কাগুজে বক্তব্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং নিজেদের জীবনকে কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তব ব্যাখ্যা বানিয়ে দুনিয়ার সামনে প্রমাণ করেছেন—
সত্য তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়, যখন তা চরিত্রে জীবন্ত হয়ে ওঠে।
তাদের দাওয়াতের শিক্ষাই আজকের মুসলিম সমাজের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত:
জ্ঞান, আমল, চরিত্র, ত্যাগ, সাহস এবং আন্তরিকতার সমন্বয়ই একটি প্রকৃত দাওয়াতকে সফল করে।

উপসংহার

দাওয়াত শুরু হবে নিজের থেকে, সাহাবারা প্রথমে নিজেদের জীবনকে বদলেছেন, তারপর সমাজকে।

আজকের দাওয়াতও শুরু হবে আত্মশুদ্ধি, ব্যক্তিগত আমল ও চরিত্র গঠনের মাধ্যমে। আমাদের দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য করতে হলে আগে নিজের জীবনেই ইসলামকে দৃশ্যমান করতে হবে।

কোমলতা দাওয়াতের প্রাণ, আবু বকর (রাঃ) নরম ভাষায়, হাসিমুখে দাওয়াত দিতেন। এতে মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতো।

আজকের বৈরী পরিবেশেও কথার কোমলতা ও আচরণের সৌন্দর্য মানুষকে দাওয়াতের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে।

জ্ঞান ছাড়া দাওয়াত অসম্পূর্ণ, সাহাবারা গভীরভাবে কুরআন-সুন্নাহ শিখে, বুঝে তারপর দাওয়াত দিয়েছেন।

দাওয়াতের আগে আমাদের প্রয়োজন—

কুরআন সম্পর্কে বোঝাপড়া, আকীদা ও আহকামের সঠিক জ্ঞান

সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে ধারণা, জ্ঞান ছাড়া দাওয়াত বিভ্রান্তি বাড়ায়, ঈমান নয়।

দাওয়াতের পথে ধৈর্য অপরিহার্য, সাহাবারা অপমান, নির্যাতন, ক্ষুধা, বর্জন—সব সহ্য করেছেন।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া, বিরোধিতা বা উপহাসে ভেঙে না পড়ে ধৈর্য ধরে কাজ চালিয়ে যাওয়া দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তব শিক্ষা।

দাওয়াত হবে চরিত্র ও আচরণের মাধ্যমে, খাদিজা,আসমা, আয়িশা (রাঃ)—তাঁদের আচরণই ছিল দাওয়াতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম।
আজকের দাওয়াতে মূল প্রভাব আসে—

সততা, শিষ্টাচার, ন্যায়পরায়ণতা, ভালোবাসা এগুলো ছাড়া দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হয় না।

পরিবার দাওয়াতের প্রথম ক্ষেত্র উম্মে সুলায়ম (রাঃ)-এর দাওয়াতে আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করেন; খদিজা (রাঃ) পরিবারে প্রথম ঈমানের আলো ছড়ান।

দাওয়াত প্রথম শুরু হবে—
পরিবার, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু তাদের কাছে আমাদের চরিত্রই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী দাওয়াত।

দাওয়াত দলগতভাবে হতে হবে, একা নয় সাহাবারা সবসময় নবী ﷺ-এর সঙ্গে সংগঠিতভাবে কাজ করতেন।

দাওয়াতি কাজ সফল করতে দরকার—

সংগঠিত কাঠামো, পরামর্শ, দায়িত্ব বণ্টন, একে অপরকে সহযোগিতা।

দাওয়াতে সময় ও ব্যক্তির অবস্থা বুঝতে হবে নবী ﷺ-এর নির্দেশে সাহাবারা প্রয়োজনে নরম, প্রয়োজনে দৃঢ়—মানুষের মানসিকতা বুঝে কথা বলতেন।

আজকের দাওয়াতে মানুষভেদে পদ্ধতি হতে হবে—

শিশুদের জন্য ভিন্ন, তরুণদের জন্য ভিন্ন, সংশয়ী মানুষের জন্য ভিন্ন, শিক্ষিত সমাজের জন্য যুক্তিনির্ভর, এটাই প্রকৃত প্রজ্ঞা (হিকমাহ)।

দাওয়াত কেবল কথা নয়—সেবা সমাজের মাধ্যমেও উম্মে আম্মারা, রুমাইসা (উম্মে সুলায়ম)—সাহাবিয়ারা সমাজসেবার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন।

বর্তমান যুগে দাওয়াতের বড় মাধ্যম হতে পারে—
কথার সাথে কাজের মিল থাকা,মানুষের উপকার, দরিদ্রদের সহযোগিতা, মানবিক কাজ, এগুলো আশা ভরসার পরিবেশ তৈরি করে।

দাওয়াতের লক্ষ্য মানুষকে জয় করা, বিতর্ক জেতা নয়, সাহাবারা কখনো অহংকার বা তর্কে জেতার জন্য দাওয়াত দেননি—তারা মানুষের হৃদয় জয় করতেন।

সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তর্কে জিতলেও হৃদয় হারিয়ে ফেলি। তাই দাওয়াতের মূল লক্ষ্য হতে হবে—
মানুষকে সত্যের দিকে কোমল ও যুক্তিসঙ্গতভাবে এগিয়ে আনা।

> সারসংক্ষেপ

সাহাবাদের দাওয়াত আমাদের শেখায়—
দাওয়াত হলো জীবনধারা, চরিত্রের সৌন্দর্য, জ্ঞানের আলো, ধৈর্যের পরীক্ষা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ।
এই শিক্ষা গ্রহণ করলে আজকের সমাজেও ঈমানের বাতাস প্রবাহিত হতে পারে, মানুষের হৃদয়ে পরিবর্তন আসতে পারে, এবং দাওয়াতের কাজ সফল হতে পারে।

তথ্যসূত্র (References)

সহিহ বুখারি
তিরমিযী হাদিস
সহিহ মুসলিম
মুসনাদে আহমদ
সিরাতে ইবনে হিশাম
সুনানে ইবনে মাজাহ